রিয়াং

ক্রেঙকউতীমা

সুপর্ণা সাহা

উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

ত্রিপুরা সরকার ■ আগরতলা

রিয়াং ক্রেঙকউতীমা

সুপর্ণা সাহা

উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার ❑ আগরতলা

সুপর্ণা সাহা প্রণীত

"রিয়াং ক্রেঙকউতীমা"

প্রকাশক ঃ

উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা।
@উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

ISBN:978-81-932589-0-3

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০১৬ ইং

সংস্করণ ঃ প্রথম

প্রচ্ছদ অলংকরণ ঃ সমর সেন

মুদ্রণ ঃ কালিকা প্রেস প্রাঃলিঃ, আগরতলা।

মূল্য ঃ ৮০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

মা

ও

বাবা

মুখবন্ধ

ছোটবেলায় ঠাকুরমার মুখে রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে কবে যে বড় হয়ে গেলাম তা বুঝতেও পারলাম না। কিন্তু সেই রূপকথার গল্প, ডানা মেলা পরী, রাক্ষস-রাক্ষসী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, সোনার কাঠি-রূপার কাঠি আমার মনের এক কোণে দাগ কেটে গেছে। তাই আজও মাঝে মাঝে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে হয়তো সত্যি ডানা মেলা পরী কোথাও না কোথাও আছে। রূপকথার গল্পের প্রতি ভালবাসা আমায় শেষপর্যন্ত গবেষণার কাজে আরো বেশী করে আকর্ষণ করেছে।

ব্রু (রিয়াং) জাতির লোকমুখে প্রচলিত ক্রেঙকউতীমা সংগ্রহের কাজে ত্রিপুরার বেশ কিছু রিয়াং গ্রামে যাওয়া। রিয়াং গল্পের উপর কাজ করার সুবাদে দেখতে পেলাম, রিয়াং ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পরম্পরা, আচার অনুষ্ঠান, প্রথা, রীতি-নীতি সম্পর্কে অনেক তথ্য গল্পের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

একবার গল্পের খোঁজে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আমবাসার এই গ্রাম, ওই গ্রাম ঘুরে বেড়ালাম, শেষমেশ একজন এক দাদুর খোঁজ দিল। কাঠালবাড়িয়ার সেই দাদুর বাড়িতে উঠলাম গল্পের সন্ধানে। সেখানে পৌঁছে শুনলাম দাদু নেই, পাশের গ্রামে গেছেন, পরের দিন আসবেন। সেই রাতটি সেখানেই কাটালাম। রিয়াং গ্রামে থাকা সেই হল প্রথম অভিজ্ঞতা। তাদের অমায়িক ব্যবহার, আদর, ভালোবাসা, আপন করে নেওয়া, আমাকে আরো উৎসাহিত করল। পরেরদিন যথারিতি সেই দাদু এসে হাজির। দাদুকে গল্প বলতে অনুরোধ করতে, উনি একটু অবাক হয়ে বললেন, "ক্রিঙকউতীমা তুমি শুনবে?"। আমি বললাম 'হ্যাঁ'। তখন উনি বললেন, 'আজকাল তো কেউ শোনে না, শুনতেও চায় না। আমায় মনে করতে হবে, তুমি দু'দিন পরে এসো।

তিনি আমাকে সেই গ্রামেরই একজন বৃদ্ধার (৯২ বছর বয়স) বাড়ি বলে দিলেন। উনি নাকি ভালো গল্প জানেন। আমি সেইদিন তার কাছে গিয়ে হাজির। আমি গিয়ে সেই দিদাকে (আসুবতি রিয়াং) অনুরোধ করলাম গল্প বলার জন্য। তাকে অনেক অনেক অনুরোধের পর দিদা হাসতে হাসতে বললো,"তুমি গল্প শুনবে?" আমার চোখে প্রশ্নের ছাপ দেখে উনি নিজেই বললেন, "আমার নাতি নাতনিরা তো কেউ গল্প শুনতে চায় না। আমিও ভুলে ভুলে যাচ্ছি।" উনি ভুলে যাচ্ছেন জেনেও আমি শুনতে রাজি হয়ে গেলাম। আমার এত আগ্রহ দেখে উনি না করতে পারলেন না।

গল্প না বলতে বলতে, ভুলে যাওয়ার একটা প্রবণতা থেকেই যায়; সেদিন সেই দিদা আমার গল্প শোনার আগ্রহ দেখে ভীষণ খুশী হয়ে আমায় অনেক গল্প বললেন। সে রাত আমবাসাতেই থাকলাম। পরেরদিন বেড়িয়ে পড়লাম অন্য গ্রামের উদ্দেশ্যে, সেখানে গাড়ি যায় না, তাই হেঁটে হেঁটে দুপুর দুটো নাগাদ পৌঁছালাম সেই গ্রামে। অনেক বৃদ্ধ উনি 'প্রায় ৯৫ বছর বয়স, উনি বললেন আমি অসুস্থ' এখন আর পারি না গল্প বলতে। আমার পুরো কষ্টই বৃথা! ভাবলাম তার ছেলে-বৌমাকে জিজ্ঞেস করি, তারা যদি একটা গল্প বলতে পারে। কিন্তু কপালই খারাপ তারা কেউই তেমন গল্প জানে না। এইভাবে আমি গল্পের খোঁজে উত্তর ত্রিপুরার এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার বেশ কিছু গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। এই গল্পগুলি রিয়াং সম্প্রদায়ের বয়ঃজেষ্ঠ্য মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করা।

এই বইয়ের প্রত্যেকটা গল্প বিভিন্ন সময়ে, ত্রিপুরার বিভিন্ন রিয়াং গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ব্রু (রিয়াং) জনগোষ্ঠীর কেরেঙকথমা বা ক্রিঙকউতীমা ব্রু সাহিত্যের এক অপরিহার্য অংশ। আজও গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা প্রচুর কেরেঙকথমা জানেন কিন্তু গল্প না বলতে বলতে, গল্পের প্রচুর অংশ তারা ভুলে যাচ্ছেন। বিশ্বায়নের যুগে, নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা এত বেশি প্রযুক্তিগত জিনিসের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠেছে যে ঠাকুরমা-ঠাকুরদার মুখে রূপকথার গল্প শোনার সময় বা ইচ্ছা কোনোটাই তাদের মধ্যে নেই। ব্রু জাতির বেশীরভাগ ক্রেঙকউতীমা লোকমুখে প্রচলিত হওয়ার দরুণ অংসখ্য গল্প প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে।

ব্রু (রিয়াং) জনগোষ্ঠীর কেরেঙকথমা বহু যুগ ধরে লোকমুখে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। আর এইভাবেই তারা তাদের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই ক্ষেত্রে দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল; গল্পগুলি লোকমুখে থাকার ফলে স্থান, কাল, পাত্র ভেদে গল্পগুলি নতুন রূপ ধারণ করেছে। অর্থাৎ গল্পের মূল বিষয় এক রেখে, পাত্রের ভেদ অন্যরূপে পরিবেশিত হয়েছে। একই গল্প ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আছে। যেমন, 'খুম্পুই' বা 'ডুঙ্গই' বিশেষ করে, উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরার গ্রামগুলিতে গল্পগুলির বৈষম্যতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

দ্বিতীয়ত, ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে একই গল্প সামান্য পরিবর্তিত রূপে অন্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত আছে। যেমন, 'চেথুয়াং'।

অনেক অনুসন্ধান এবং প্রচেষ্টার পর গল্পগুলি সংগ্রহ করা। এরপর সেগুলিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরার এক চেষ্টা মাত্র করলাম। ব্রু জনজাতির নতুন প্রজন্ম যদি এই গল্পগুলির প্রতি এতটুকু আকৃষ্ট হয়, তাহলে আমার এই চেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে ধরে নেব। এছাড়া সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মার্জনা চাইলাম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ব্রু (রিয়াং) জনগোষ্ঠীর বহু মানুষ এই গল্পগুলি সংগ্রহ করতে এবং অনুসন্ধান করতে সাহায্য করেছেন। যাদের জন্য এই গল্পগুলির বক্তার সন্ধান পেয়েছি — তাদের মধ্যে লিংকন রিয়াং (অধ্যাপক, ত্রিপুরা বিশ্ব বিদ্যালয়), এস কে মসা, তাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

বেশ কিছু প্রত্যন্ত ও দুর্গম স্থানে যাদের সাহায্যে পৌঁছাতে পেরেছি তাদের মধ্যে অন্চন রিয়াং, কৃতিশী রিয়াং এবং পুরোনজিৎ রিয়াং। তাদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

এই জনগোষ্ঠীর গল্প অনুসন্ধানের কাজে আমায় অত্যন্ত সাহায্য করেছে ডারলং জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ রানতাওসুয়াং ডারলং এবং মুসুয়াং ডারলং। তাদের গ্রামে, তাদের বাড়িতে দিনের পর দিন থেকে আমি রিয়াং গ্রামে গল্পের বক্তা খুঁজে বেড়িয়েছি। তাদের নিঃস্বার্থ সাহায্য ছাড়া আমার এই প্রচেষ্টা সফল হতে পারত না।

যারা আমায় সর্বতোভাবে আমার সংগৃহীত গল্পগুলি অনুবাদ করতে সাহায্য করেছেন, সেই মনোজদার (মনোজ রিয়াং) কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মনোজদা, তার নিজের কাজ ফেলে, যেভাবে সাহায্য করেছেন, তা অকল্পনীয়। এইখানে মহেন্দ্রজি, বিশিষ্ট সমাজ সেবক এবং রাজেশদার (রাজেশ দাস) নাম উল্লেখ না করলে কোথায় যেন ফাঁক থেকে যায়, কারণ তারা আমায় মনোজদার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তাই রাজেশদার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

আমার স্যার (ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগীয় প্রধান) প্রফেসার অশেষ গুপ্ত-এর প্রচেষ্টা এবং তত্বাবধানের ফলে এই কাজ সম্ভব হল।

পরিশেষে, যার ক্রমাগত অনুপ্রেরণা, অসম্ভব প্রচেষ্টা ছাড়া এই কাজ সম্ভব হত না তিনি হলেন আমার বাবা (ডঃ সুভাষ চন্দ্র সাহা)।

প্রকাশকের কথা

কেরেঙ কথমা বা লোককথা নিছক কোন গল্প বা কাহিনী নয় কিংবা কেবল আনন্দ যোগানের বিষয়ও নয়। সংশ্লিষ্ট উপজাতিদের জীবনবোধ, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী, তৎকালীন সমাজের বিশ্বাস ও রীতিনীতি ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয় এই সমস্ত লোককথার মাধ্যমে।

'রিয়াং ক্রেঙকউতীমা' *শ্রীমতী সুপর্ণা সাহার একটি দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফসল। এই সংকলন শ্রীমতী সাহা রিয়াং সমাজের ১০ (দশ) টি লোককথা সংগ্রহ করে উপস্থাপনার মাধ্যমে পুরনো ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন*

আশাকরি এই সংকলনটি সুধী পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে।

আগরতলা,
১৫ই জুলাই, ২০১৬ ইং।

সুনীল দেববর্মা
অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার

এই ক্রেঙকউতীমা গুলি বিভিন্ন স্থানের রিয়াং জনজাতির নিজ বাস স্থানের থেকে কখনও অডিও রেকর্ডিং, কখনও বা অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং এর মাধ্যমে রিয়াং সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই সংগৃহীত কেরেঙকথমাগুলি একাধিক রিয়াং অনুবাদকের সাহায্য নিয়ে বাংলায় ভাষান্তর করা হয়েছে। মূল বক্তার ভাব বা আবেগ যথাযথভাবে রক্ষা করে গল্পগুলি এই বইতে উপস্থান করা হয়েছে। এখানে উল্লেখিত রিয়াং ক্রেঙকউতীমা যারা বলেছেন তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল —

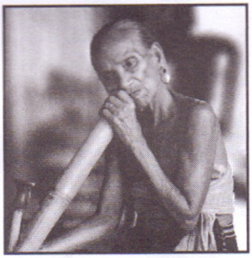

আসুবতি রিয়াং
বয়স ঃ ৯০
বাসস্থান ঃ কাঁঠালবাড়ি, আমবাসা, উত্তর ত্রিপুরা
গল্পের নাম ঃ খুম্বারনজাক কন্যা, চুবু ওয়াইসকরি হা, বুদ্ধি মন্ত্র হা, বিয়াংগমা

সিদ্ধিরুং রিয়াং
বয়স ঃ ৭১
বাসস্থান ঃ কালসারি, শিকারিবাড়ি, আমবাসা, উত্তর ত্রিপুরা
গল্পের নাম ঃ ওয়াইস্নাহা, তিল্লোত্তমা, দরিদ্র হা

দ্বজেন্দ্র রিয়াং
বয়স ঃ ৬৭
বাসস্থান ঃ জয়কুমার পাড়া, সাইবুল
গল্পের নাম ঃ খুমপুই, ঔগজ্বরা ফা

বাঞ্চারাম রিয়াং
বয়স ঃ ৬৭
বাসস্থান ঃ চন্দখাঁ পাড়া, সাইবুল
গল্পের নাম ঃ তাউমা তুইমো

সূচীপত্র

✍	খুম্বা রাঙজা্ক কন্যা	১-১২
✍	ওয়াইস্নাহা	১৩-১৮
✍	তাউমা তুইমী	১৯-২৬
✍	তিল্লোত্তমা	২৭-৩৫
✍	ঔগজ্বরা ফা	৩৬-৪৪
✍	বিয়াংগমা	৪৫-৪৮
✍	চুবু ওয়াইস্‌করি হা	৪৯-৫৩
✍	দরিদ্র হা	৫৪-৫৮
✍	বুদ্ধি মন্ত্র হা	৫৯-৬৮
✍	খুমপুই	৬৯-৮১

খুম্বা রাঙজা্‌ক কন্যা

সে বহুকাল আগের কথা, এক গ্রামে সুন্‌া রইহা তার বুড়ি মায়ের সাথে বাস করত। সে একদিন নদীতে স্নান করতে গেল। স্নান করতে করতে হঠাৎ সে দুরে একটা কিছু ভেসে আসতে দেখল। সে দূর থেকে সেটা চিনতে পারল না। ভাসতে ভাসতে সেটা যখন কাছে এল তখন সে চিনতে পারল, খুম্বা রাঙজা্‌ক ফুল। ভারী সুন্দর সেই ফুল দেখে সে তার সাথে করে ফুলটি বাড়িতে নিয়ে গেল। মাকে ডেকে সে বললো, 'মা দ্যাখো কি সুন্দর ফুল, তুমি যত্ন করে ফুলটা

রেখে দাও।' তার মা ও তার কথা মতো রেখে দিল।

সেদিন রাতে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। রাত্রে তাদের ঘর আলোয় ভরে গেল। ফুলটির পাপড়ি থেকে এক জ্যোতি বেরোতে দেখলো। তাই দেখে সুন্া

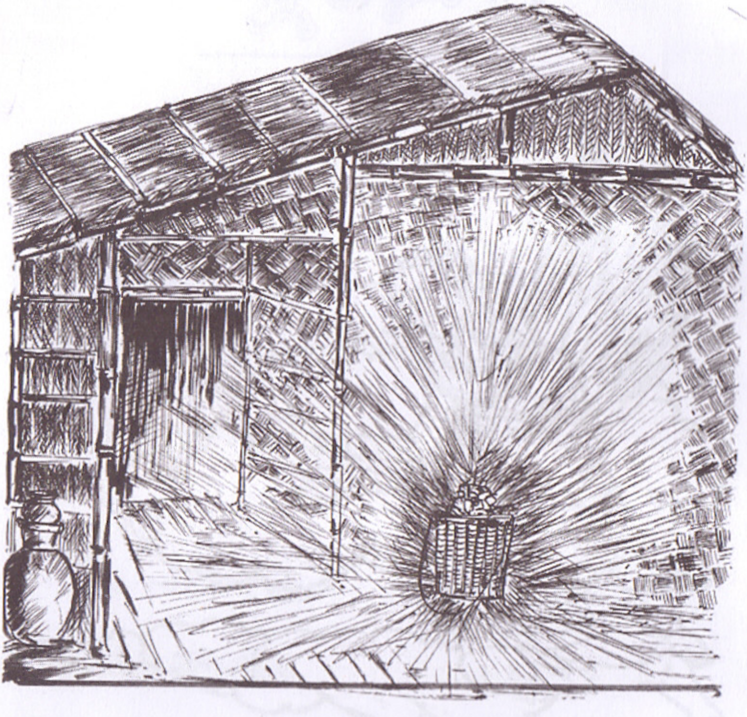

রইহা ও তার বৃদ্ধা মা ভীষণ খুশী হলো। এইভাবে প্রত্যেকদিন রাত্রে ফুলটির পাপড়ি থেকে জ্যোতি বেরোতে লাগলো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেই গ্রামের রাজার দাসীদের নজরে পড়ল এ দৃশ্য, তারা মনে মনে ভাবতে থাকলো এ কি করে সম্ভব সুন্া রইহার বাড়ি এত ছোট হয়েও যে আলো, রাজার বাড়িতেও সে আলো নেই। তারা তৎক্ষণাৎ রাজার কানে এই খবর দিল। রাজা তাই শুনে পরেরদিনই তার সিপাহী পাঠাল সুন্া রইহাকে ডেকে আনার জন্য।

সুন্া রইহা রাজার ডাক শুনে ভয়ে ভয়ে রাজার দরবারে হাজির হল।

রাজা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হে, তোমার বাড়িতে নাকি প্রচুর আলোর ছটা?'

সুন্‌া রইহা বলল, 'আজ্ঞে মহারাজ, খুম্বা রাঙজ্‌াক ফুলের জ্যোতিতে আমার বাড়ি আলোকিত।'

'তা সে ফুল পেলে কোথায়?'

সুন্‌া রইহা বলল, 'মহারাজ আমি নদীতে স্নান করার সময় দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছি'।

তখন মহারাজ তাকে বলল, 'ঠিক আছে তবে নিয়ে আসো সেই ফুল আমার কাছে। আমি দেখতে চাই সে কেমন ফুল।'

সুন্‌া রইহা তৎক্ষনাৎ বাড়ির দিকে রওনা দিল। সে কোথাও দাড়াল না, সোজা বাড়ি এসে ফুলটি নিয়ে আবার রাজার দরবারের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। সে পৌছে রাজার হাতে সে ফুল তুলে দিল। সে ফুল দেখে রাজা প্রশ্ন করল, 'তা এ ফুল আরো কোথায় পাওয়া যাবে?' আমার অনেক খুম্বা রাঙজ্‌াক ফুল চাই।

সুন্‌া রইহা বললো, 'মহারাজ এ ফুল তো আমি নদীতে পেয়েছি, আর কোথায় পাবো তা তো জানি না।'

মহারাজ তার কথা শুনে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল,'আঃ যা বলি তাই শোন, যেখান থেকে পার আমায় এ ফুল আরো এনে দাও। তোমায় আমি একটি ডিঙ্গি দিচ্ছি, তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ো।'

রাজার আদেশ শুনে মন খারাপ করে সে বাড়ি ফিরলো। তার বৃদ্ধা মা রাজার আদেশ শুনে কাঁদতে লাগলো।

পরের দিন ভোরবেলায় সুন্‌া রইহা তার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। সে ডিঙ্গি নিয়ে নদীর দিকে গেলো, সেখানে সে ডিঙ্গিতে উঠে ফুলের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। সে ভাসতে ভাসতে কত গ্রাম, কত বন, কত পাহাড় পেরোল। সে একদিন না অনেকদিন তা কেউ জানে না। নদীতে ভাসতে ভাসতে একদিন সে নদীর পারে ডিঙ্গি বাঁধতে নামল। সে ডিঙ্গি বাঁধতে গিয়ে তউমস্‌ার বাড়িতে মারল এক ধাক্কা। তখন তউমস্‌া তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কে গো তুমি? তোমায় তো ঠিক চেনা গেল না। তা তুমি এখানে কি

করছো?' সুন্া রইহা তখন বলল, 'আমি রাজার আদেশে বেড়িয়েছি। রাজা আমার খুম্বা রাঙজা্ক ফুল নিল আবার আমায় সেই ফুল আনার আদেশ করল। সেই ফুলের খোঁজে আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'তুমি কি বলতে পারকোথায় গেলে পাব আমি সেই ফুল?'

তখন তউমস্া বলল, ' হ্যাঁ বলতেপারি, যদিতুমি করো আমায় বিয়ে, তবে দেখাই তোমায় পথ।

সেই শুনে সুন্া রইহা করলো তাকে বিয়ে। বিয়ে করে দেখল সে এক তউমস্া রূপী কন্যা। সেদিন রাতটা সেখানে কাটাল, পরের দিন ভোরবেলা, তউমস্া তাকে পথ বলে দিল, সে আবার বেরিয়ে পড়ল ফুলের খোঁজে।

সে আবার ভাসতে ভাসতে, কত বন, কত পাহাড় পেরোল। সে একদিন না অনেকদিন তা কেউ জানে না। নদীতে ভাসতে ভাসতে একদিন সে নদীর পারে ডিঙ্গি বাঁধতে নামল। সে ডিঙ্গি বাঁধতে গিয়ে তাউকরুর বাড়িতে মারল এক ধাক্কা। তখন তাউকরু তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কে গো তুমি? তোমায় তো ঠিক চেনা গেলো না। তা তুমি এখানে কি করছো?'

সুন্া রইহা তখন বললো, 'আমি রাজার আদেশে বেরিয়েছি। রাজা

আমার খুম্বা রাঙজাক ফুল নিল আর আমায় সেই ফুল আনার আদেশ করল'। সেই ফুলের খোঁজে আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। 'তুমি কি বলতে পার কোথায় গেলে পাব আমি সেই ফুল?'

তখন তাউকরু বলল, 'হ্যাঁ বলতে পারি, যদি তুমি করো আমায় বিয়ে, তবে দেখাই তোমায় পথ।"

সেই শুনে সুন্া রইহা করলো তাকে বিয়ে। বিয়ে করে দেখল সে এক তাউকরুরূপী কন্যা। সেদিন রাতটা সেখানে কাটালো, পরের দিন ভোরবেলা তাউকরু তাকে পথ বলে দিল, সে আবার বেড়িয়ে পড়ল ফুলের খোঁজে।

নদীতে ভাসতে ভাসতে একদিন সে নদীর পারে ডিঙি বাঁধতে নামল। সে ডিঙি বাঁধতে গিয়ে মাখমাই এর বাড়িতে মারল এক ধাক্কা। তখন মাখমাই তাকে আবার জিজ্ঞেস করল; 'কে গো তুমি? তোমায় তো ঠিক চেনা গেলো না। তা তুমি এখানে কি করছো?'

সুন্া রইহা তখন বললো, 'আমি রাজার আদেশে বেরিয়েছি। রাজা আমার খুম্বা রনজাক্ ফুল নিলো আর আমায় সেই ফুল আনার আদেশ করল'। সেই ফুলের খোঁজে আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। 'তুমি কি পার বলতে কোথায় গেলে পাব আমি সেই ফুল?'

তখন মাখমাই বলল, 'হ্যাঁ বলতে পারি, যদি তুমি করো আমায় বিয়ে, তবে দেখাই তোমায় পথ।"

সেই শুনে সুন্‌া রাইহা করলো তাকে বিয়ে। বিয়ে করে দেখল সে এক মাখমাইরূপী কন্যা। সেদিন রাতটা সেখানে কাটালো, পরের দিন ভোরবেলা মাখমাই তাকে পথ বলে দিল, সে আবার বেড়িয়ে পড়ল ফুলের খোঁজে।

নদীতে ভাসতে ভাসতে একদিন নদীর পারে ডিঙি বাঁধতে নামল। সে ডিঙি বাঁধতে গিয়ে তাউথু-এর বাড়িতে মারল ধাক্কা। তখন তাউথু তাকে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কে গো তুমি? তোমায় তো ঠিক চেনা গেলো না। তা তুমি এখানে কি করছো?'

সুন্‌া রইহা তখন বলল, 'আমি রাজার আদেশে বেড়িয়েছি। রাজা আমার খুম্বা রাঙজাক ফুল নিল আর আমায় সেই ফুল আনার আদেশ করল'। সেই ফুলের খোঁজে আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। 'তুমি কি পার বলতে কোথায় গেলে পাব আমি সেই ফুল?'

তখন মাখমাই বলল, 'হ্যাঁ বলতে পারি, যদি তুমি করো আমায় বিয়ে, তবে দেখাই তোমায় পথ।"

সেই শুনে সুন্‌া রইহা করল তাকে বিয়ে। বিয়ে করে দেখল সে এক তাউথুরূপী কন্যা। সেদিন রাতটা সেখানে কাটাল, পরের দিন ভোরবেলা, তাউথু তাকে বলল চিন্তা করো না আর। তুমি অনেক কাছে পৌঁছে গেছ। এতদূরে যখন এসে গেছ আর কিছুদূর গেলেই তুমি সব প্রশ্নের উত্তর পাবে। এই বলে সে সুন্‌া রাইহাকে পথ নির্দেশ দিয়ে বলল, ঠিক নদীর ওপারে থাকে এক রাক্ষসী, তার বিশাল বড় দাঁত, আর ভীষণ তার শক্তি। কেউ তাকে পারে না হারাতে, যে যায় তাকেই সে খেয়ে নেয়। তার সাথে পেরে ওঠা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

সুন্‌া রাইহা তখন বলল, তাহলে উপায়?

তাউথু হেঁসে বললো, 'বলছি বলছি! উপায় আছে বই কি, তুমি ওপারে নেমে ডিঙি বেঁধে চুপি চুপি যাবে, যাতে রাক্ষসী টেরও না পায়। তুমি গিয়ে তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে মা বলে ডাকবে। তাহলে সে আর তোমায়

খেতে পারবে না।'

সে সব শুনে আবারও বেড়িয়ে পড়ল গন্তব্য স্থলে।

নদীর ঐপারে গিয়ে তাউথুর কথামতোন সে চুপি চুপি গিয়ে রাক্ষসীকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে তাকে মা বলে ডাকল।

রাক্ষসী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে? কে তুই? আমায় মা বলে ডাকলি?'

আমি সুন্‌া রইহা।

রাক্ষসী আবার জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কেন এসেছিস? কি চাই তোর?

সুন্‌া রইহা সব কথা খুলে বলল তাকে।

সেই শুনে রাক্ষসী বলল, 'ও তা এই ব্যাপার, ঠিক আছে চিন্তা নেই আর। আমি তোকে বলে দেবো সে ফুল কোথায় গেলে পাবি।'

রাক্ষসী অনেক ভেবে বলল, তবে সে ফুল পেতে গেলে সমুদ্রের ওই পারে যেতে হবে তোকে। সমুদ্র পেরিয়ে ওই পারে গেলে দেখতে পাবি একটা সুন্দর বাঁধানো স্নানের ঘাট। সেই ঘাটে স্বর্গপরীরা রোজ স্নান করতে আসে। তবে হ্যাঁ স্বর্গপরীদের আগে তাদের সখীরা স্নান করতে আসে, সখীদের স্নানের পর স্বর্গপরীরা আসে। তাই তখন তোকে সতর্ক থাকতে হবে। তুই সমুদ্রের ওপারে গিয়ে চুপ করে গাছের আড়ালে বসে থাকবি, যখন স্বর্গপীরা স্নানের শেষে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেবে ঠিক সেই সময় তাকে রাঙজ্াক দনদ্রাই দিয়ে ধরে নিতে হবে। তবে হ্যাঁ, একটা কথা মনে রাখবি স্বর্গপরীদের মধ্যে যে পরীর সোনার পাখা সেই পরীকে ধরবি।

রাক্ষসীর সব কথা শুনে সুন্‌া রইহা বড় চিন্তায় পড়ে গেল, সে মনে মনে ভাবতে লাগল "এই সমুদ্র কিভাবে এখন পার হব? তাহলে কি উপায়?"

রাক্ষসী তাকে অন্যমনস্ক দেখে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ রে বাছা তা হল কি তোর? কি এত ভাবছিস?'

তখন সুন্‌া রাইহা তাকে প্রশ্ন করল, 'আমি কি করে এই বিশাল সমুদ্র

পার হব? আমার ডিঙি তো বড়ই ছোট, তা দিয়ে তো সমুদ্র পার হওয়া যাবে না।'

হা হা হা! এই তোর চিন্তা? আছে আছে উপায় একটা আছে। আমি থাকতে চিন্তা কিসের তোর? তা শোন, আমি তোকে একাট যাদুর বালিশ দেবো, সেই বালিশ তোকে পার করে দেবে। চিন্তা নেই কোন, আজ রাতে বিশ্রাম নিয়ে কাল সকালে বেরিয়ে পড়বি।

রাক্ষসীর কথামতো পরেরদিন ভোরবেলায় সুন্া রইহা সেই যাদু বালিশ নিয়ে, রাক্ষসীর থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রাক্ষসীর দেওয়া সেই যাদু বালিশ তাকে দেখতে দেখতে পৌঁছে দিল সমুদ্রের ঐ পারে। সে কথামতো স্নান ঘাটের কাছে একটি গাছের আড়ালে চুপটি করে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল সুন্া রইহা। ঠিক যেমনটি রাক্ষসী বলেছিল ঠিক তেমনটি হতে লাগল। স্বর্গপরীদের আগে তাদের সখীরা স্নান ঘাটে স্নান করতে এল, সখীদের স্নানের পর স্বর্গপরীরা স্নান ঘাটে স্নান করতে নামল। সে দূর থেকে সেই সোনার পাখা দেওয়া পরী দেখতে পেল। স্বর্গপরীরা স্নান সেরে যখন উড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগল, ঠিক তখন সুন্ রইহা ভাবতে লাগল, এবার কি করে আমি সেই স্বর্গপরীকে ধরব। তারপর সে অনেক ভেবে বুদ্ধি করে পিছন থেকে সেই স্বর্গপরীকে জড়িয়ে ধরল।

তখন সেই স্বর্গপরী জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি, এখানে কি করে এলে?' কেন এসেছো এখানে? সুন্া রইহা বললো, 'আমি রাজার আদেশে

বেরিয়েছি। রাজা আমার খুম্বা রাঙজ্াক ফুল নিল আর আমায় সেই ফুল আনার আদেশ করল'।

সেই ফুলের খোঁজে আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সে একদিন না অনেকদিন তা কেউ জানে না। তুমি কি পার বলতে কোথায় গেলে পাব আমি সেই ফুল? না পাই যদি ফুল, তবে দেবে রাজা শূল।

স্বর্গপরী তার সব কথা শুনে বলল,'ঠিক আছে কাল আমি তোমায় এনে দেব খুম্বা রাঙজ্াক ফুল, আর আমরা একসাথে সে ফুল নিয়ে রাজার কাছে যাব। এই বলে সে স্বর্গ যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকল। তখন সুন্া রইহা তাকে কিছুতেই ছাড়ল না। স্বর্গপরী তখন তাকে বলল আজ থেকে তুমি আমার স্বামী। কাল আবার এখানে আসব তখন আমরা রাজার কাছে যাব। কিন্তু সুন্া রইহা কিছুতেই রাজি হলো না, সেও স্বর্গে যাবে। স্বর্গপরী তাকে বলল, সাধারণ মানুষ স্বর্গে যেতে পারে না। কিন্তু সুন্া রইহা কিছুতেই রাজি হল না, সে জেদ ধরে রইল। তখন কোন উপায় না দেখে স্বর্গপরী সুন্া রইহাকে তার চুলের কাঁটা বানিয়ে নিয়ে গেলো। স্বর্গে কেউ তাকে চিনতে পারল না কারণ দিনের বেলায় সে স্বর্গপরীর চুলের কাঁটা হয়ে থাকে আর রাতের বেলায় সে মানুষ রূপে ফিরে আসে। এইভাবে দিন কাটতে থাকল। সে অনেকদিন না অল্পদিন তা কেউ জানে না। সুন্া রইহা সে ফুলের কথা ভুলেই গেল।

একদিন হঠাৎ তার রাজার আদেশের কথা মনে পরল। সে স্বর্গপরীকে বললো চল আমরা রাজার কাছে যাই সেই ফুল নিয়ে। তখন স্বর্গপরী বলল আমি সেই খুম্বা রাঙজ্াক, যার খোঁজে তুমি এতদূর এসেছ।

কিন্তু সুন্হা রইহা কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করতে পারল না। তখন স্বর্গপরী বলল, 'ঠিক আছে আজ তোমায় আমার সাথে সেই স্নান ঘাটে নিয়ে যাব।' সেই কথামতো, স্বর্গপরী তাকে আবার চুলের কাঁটা করে স্নানের ঘাটে উড়ে গেল। সেখানে গিয়ে সুন্া রইহাকে আবার মানুষ রূপে ফিরিয়ে আনল। স্বর্গপরী স্নানের পর যখন সে তার চুল ঝাড়া দিল, সেই চুলের জলের ছিটায় খুম্বা রাঙজ্াক ফুলের গাছ হয়ে সে গাছে রাঙজ্াক ফুল ফুটল। তাই দেখে সুন্া রাইহা

অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে স্বর্গপরীর দিকে তাকিয়ে রইল।

সেই দেখে সুনা্ রইহা বড়ই চিন্তায় পরে গেলো। এবার কি হবে, একদিকে তার বৌ অন্য দিকে রাজার হুকুম। রাজার আদেশ অনুযায়ী তাকে তো তার বৌ বৌ খুম্বা রাঙজাক কন্যা দিয়ে দিতে হবে। সে এতসব ভেবে ভেবে মন খারাপ করে রইল। কিন্তু সে কিছুই জানতে দিলনা স্বর্গপরীকে। এইভাবে একদিন না অনেকদিন কেউ জানে না। তাকে এমন মনমরা ভাবে বসে থাকতে দেখে স্বর্গপরী বুঝতে পারল। সে একদিন তার বাবার কাছে গেল, সে বলল, 'বাবা আমার স্বামী এসেছে পৃথিবী থেকে আমায় যেতে হবে তার সাথে। আমায় অনুমিত দিন।' রাজা তাকে অনুমতি দিলেন।

পরের দিন সে তার বাবার সামনে সুনা্ রাইহাকে নিয়ে আসল। তারপর তারা দু'জনে স্বর্গপরীর বাবার কাছ থেকে অনুমতী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারা দুজনে উড়ে উড়ে সমুদ্র পার হয়ে সেই রাক্ষসীর কাছে এসে পৌছায়। রাক্ষসী দেখে তো খুব খুশী। সে আদর করে সুনা্ রাইহা ও স্বর্গপরীকে ঘরে তুলে নিল। সেই রাতটা তারা সেখানেই কাটালো। পরের দিন সকালে বেরিয়ে পড়ল আবার, সেখান থেকে তারা উড়তে উড়তে এসে পৌঁছাল তাউথুর বাড়িতে। তাউথু তার বাড়ির ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কে? এসময় কে এল আমরা বাড়ি?'

সুনা্ রইহা বলল, 'আমি সুনা্ রইহা, তোমার বর। দেখ এনেছি কাকে আমার সাথে। তাউথু দেখে তো খুব খুশী। সে আদর করে সুনা্ রইহা ও স্বর্গপরীকে ঘরে তুলে নিল। সেই রাত তারা সেখানেই কাটাল।

পরের দিন সকালে বেরিয়ে পড়ল তারা, সঙ্গে নিয়ে চলল তাউথুকে। সেখান থেকে তারা উড়তে উড়তে এসে পৌঁছাল মাখমাই এর বাড়ি। মাখমাই তার বাড়ির ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল,' কে? এসময় কে এল আমার বাড়ি?'

সুনা্ রইহা বলল, 'আমি সুনা্ রইহা, তোমার বর। দেখ এনেছি কাকে আমার সাথে।'

মাখমাই তাদেরকে দেখে তো খুব খুশী। সে আদর করে সুনা্ রইহা, স্বর্গপরী ও তাউথুকে ঘরে তুলে নিল। সেই রাতটা তারা সেখানেই কাটাল।

পরের দিন সকালে বেরিয়ে পড়ল তারা সঙ্গে নিয়ে চলল মাখমাইকে। সেখান থেকে তারা উড়তে উড়তে এসে পৌঁছাল তাউকরুর বাড়ি। তাউকরু তার বাড়ির ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কে? এসময় কে এল আমার বাড়ি?'

সুন্া রইহা বলল, 'আমি সুন্া রইহা, তোমার বর। দেখ এনেছি কাকে আমার সাথে।' তাউকরু দেখে তো খুব খুশী। সে আদর করে সুন্া রইহা, স্বর্গপরী, তাউথু, মাখমাইকে ঘরে তুলে নিল। সেই রাতটা তারা সেখানেই কাটাল। পরের দিন সকালে বেরিয়ে পড়ল তারা, সঙ্গে নিয়ে চললো তাউকরুকে। তারা সবাই মিলে উড়তে উড়তে এসে পৌঁছাল তাউমসার বড়ি।

তাউমসা তার বাড়ির ভিতর থেকে জিজ্ঞাস করল, "কে? এসময় কে এল আমার বাড়ি।"

সুন্া রইহা বলল, 'আমি সুন্া রইহা, তোমার বর। দেখ এনেছি কাকে আমার সাথে।' তাউমসা তাদেরকে দেখে ভীষণ খুশী হল। সে আদর করে সুন্া রইহা, স্বর্গপরী, তাউথু, মাখমাই, তাউকরুকে ঘরে তুলে নিল। সেই রাতটা তারা সেখানেই কাটাল। পরের দিন সকালে তারা সবাই মিলে উড়তে উড়তে এসে পৌঁছাল সুন্া রইহার গ্রামে।

সেখানে পৌঁছে সুন্া রইহা তার পাঁচ বৌ নিয়ে বুড়ি মায়ের কাছে গেল। বুড়ি মা এতদিন ছেলের পথ চেয়ে বসে ছিল। কবে সে আসবে। তার বুড়ি মা ছেলে আর চার ছেলে বৌ দেখে ভীষণ খুশী হলো। সুন্া রইহার ফিরে আসার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রাজার কানেও সে খবর গেল। রাজা তার সিপাহী পাঠালো ডেকে আনার জন্য।

সিপাহী এসে তারা রাজার আদেশ শোনাল। তাই শুনে সে ভাবতে লাগল, এবার রাজাকে গিয়ে কি বলবে, কি করে আমি আমার বৌকে দিয়ে দেব। আবার রাজার আদেশ, না মানলেও সাজা। এইসব ভেবে ভেবে, ভয়ে সে তো একেবারে জড়োসড়ো। তাকে দেখে স্বর্গপরী বলল, 'চিন্তা নেই কোন, আছি যখন আমরা।'

পরের দিন সকালে তার পাঁচ বৌ-রা রান্না করে যত্ন করে সুন্া রইহাকে খাবার দিল। সে খাবার খেয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ল রাজার সাথে

দেখা করতে। রাজার দরবারে হাজির হতেই রাজা তাকে প্রশ্ন করল,'কি হে, সে ফুল কোথায়? এনেছ কি সে ফুল?

আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। আজ আর আনা হয়নি, কয়েকদিনের মধ্যে আমি নিয়ে আসব আপনার কাছে। রাজা তো ভারী খুশী হয়ে বললেন, 'চমৎকার! তা বেশ বেশ, তুমি সময় করে নিয়ে এস।'

সুন্া রইহা মনের দুঃখে বাড়ি ফিরে এল। ফিরে আসতেই তার পাঁচ বৌ জানতে চাইল, 'রাজা কি বললেন? উনি কি চাইলেন?

সে বলল, 'আমি বলেছি কয়েক দিনের মধ্যে রাজাকে ফুল দিয়ে আসব। কিন্তু এবার কি হবে, সে ফুল দেব কি করে? স্বর্গ পরী বলল, 'চিন্তা নেই কোন, আছি যখন আমি? পরের দিন সকালে স্বর্গ পরী স্নান ঘাট থেকে স্নান সেড়ে বড়িতে এসে চুল ঝাড়তে লাগল, আর সেই জলের ফোঁটায় অনেক খুম্বা রাঙজাক গাছ হল আর তাতে অনেক ফুল ফুটল। সেই ফুল টুকরিতে তুলে, সুন্া রইহার কাছে দিল। সে সেই টুকরি নিয়ে রাজার কাছে গেল। রাজা অত ফুল দেখে ভীষণ খুশী। রাজার কন্যা তখন সুন্া রইহাকে বিয়ে করতে চাইল। রাজাও খুশী হয়ে সুন্া রইহার সাথে তার কন্যার বিয়ে দিয়ে দিল। আর তখন থেকে সুন্া রইহা তার ছয় বৌ নিয়ে সুখে বাস করতে থাকল। এখানেই এই গল্প শেষ হল।

ওয়াইস্নাহা

সে অনেকদিন আগের কথা, একটি গ্রামে ওয়াইস্নাহা এবং তার দিদি তাদের দাদুর বাড়িতে থাকতো। দাদুর সাতটি মেয়ে ছিল। একদিন তাদের দাদু এবং দিদিমা তাদের গ্রামের কাসকাউ রাজার বাড়িতে পানডাতে যাবে বলে প্রস্তুত হচ্ছিল। দাদু দিদা যাবে শুনে ওয়াইস্নাহাও খুব খুশী, সে মনে মনে ঠিক করল যে সেও যাবে তাদের সাথে। কিন্তু সে তার দাদুর কাছে যখন বায়না করল যাওয়ার জন্য তখন তার দাদু কিছুতেই রাজি হল না। কিন্তু

যেমন ভাবনা তেমন কাজ। তার দাদু দিদা যেই না ঘর থেকে বেরোল অমনি ওয়াইস্নাহা তাদের পিছন পিছন যেতে লাগল। কিছু দূর যাওয়ার পর দাদু দিদা ওয়াইস্নাহাকে দেখতে পেল, তখন দাদু রেগে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, এখানে তুমি কি করছো? ওয়াইস্নাহা ভয়ে চুপ করে থাকল। তখন তাকে তার দাদু বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। সে মনের দুঃখে বাড়িতে ফিরে আসতে লাগল, কিন্তু রাস্তায় আসার পথে হঠাৎ সে তাইনুতাং গাছ দেখতে পেল। সে তখন সেই গাছের ফল পেড়ে খেতে খেতে বাড়ি ফিরল। তাকে ফল খেতে দেখে দাদুর সাত মেয়ে এবং তার দিদিও সে ফল খেতে চাইল। সেই শুনে ওয়াইস্নাহা বললো ঠিক আছে আমি সবাইকে ফলটি খেতে দিতে পারি কিন্তু আমার কথা শুনতে হবে, আমি যা করতে বলব সেটা সেই ভাবে করতে হবে, তাহলেই আমি ফলটি দেব। তখন সবাই ওয়াইস্নাহার শর্তে রাজি হয়ে গেল। ওয়াইস্নাহা তদেরকে জল গরম করে আনতে বলল, তার কথা শুনে সবাই জল গরম করে আনতে গেল, গরম জল এনে বলল এবার 'আমাদের দাও'। তখন ওয়াইস্নাহা বলল, "এবার তোমরা শুয়ে পড় তারপর দেবো।" তারা তখন শুয়ে পরলো, যেই ওরা শুয়ে পড়ল ওমনি ওয়াইস্নাহা তাদের উপর গরম জল ঢেলে দিলো। গরম জল ঢেলে দিতেই ওয়াইস্নাহার দাদুর সাত মেয়ে মারা গেল। তারপর সে নিজে বাড়ির ফাউখলাই দিয়ে চোংপ্রিং বানালো। সে তখন চোংপ্রিং বাজাতে বাজাতে মেলার দিকে গেল, যেখানে তার দাদু ও দিদিমা গেছিল —

"খমো বো লেপুং কাউখলাইবো চোংপিং আচোই-আচুনি

মসা রাউ লে হা— রোয়াক মদেংসে রোয়াক পাইসিমলেই"

এই বলে দাদু ও দিদিমাকে বিপদের ইঙ্গিত দিল, তখন দিদিমা চোংপ্রিং-এর আওয়াজ শুনে দাদুকে বলল শোন শোন আমাদের নাতি বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ওয়াইস্নাহা দু'তিন বার বাজিয়ে সে আবার তার দাদুর বাড়ি ফিরে এল। সেখানে এসে তার দিদিকে নিয়ে পালিয়ে গেল। আর ওদিকে দাদু বাড়িতে এসে দেখল যে তার সাত মেয়ে মৃত। আসলে ওয়াইস্নাহা দাদু দিদা হল রাক্ষস-রাক্ষসী। তারা তখন রেগে গিয়ে রাক্ষস রূপ ধরল এবং

চারিদিকে ওয়াইস্নাহা ও তার দিদিকে খুঁজতে লাগল। জঙ্গলের দিকে হুংকার দিতে দিতে বলতে লাগল, 'তোমরা কোথায়? বেরিয়ে এস।'

এইদিকে ওয়াইস্নাহা এবং তার বোন গাছের গর্তে ঢুকে থাকল। তারা দাদু দিদার ডাক শুনতে পেল এবং শুনে ওয়াইস্নাহা তার দিদিকে জিজ্ঞাসা করল, 'দিদা-দাদু ডাকছে আমি কি সাড়া দেব?'

দিদি বলল, 'না ওরা তো রাক্ষস-রাক্ষসী, আমাদের মেরে ফেলবে। এইভাবে দু'তিন বার ডাকার পর ওয়াইস্নাহা থাকতে না পেরে উত্তর দিল, 'আমরা গাছের গর্তে আছি, আমাদের নিয়ে যাও।'

যেই ওয়াইস্নাহা বলে দিল, তার দিদি ভয়ে কাঁপতে লাগল। ওয়াইস্নাহা তখন দিদিকে শান্তনা দিয়ে বলল, 'ভয় পেয়ো না, আমাদের কিছু হবে না।' কিন্তু ওয়াইস্নাহা ডাক শুনে ওদিকে তাদের দাদু দিদা গাছের কাছে এসে উপস্থিত। তারা সেখানে পৌঁছে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করতে লাগল তাদের বার করবার জন্য, কিছুতেই তারা পারল না। তখন ওয়াইস্নাহা বলল তোমরা কুড়াল নিয়ে আস, কুড়াল দিয়ে পুরো গাছটাকে কেঁটে ফেললে আমাদের বার করতে পারবে। তখন দাদু, দিদিমাকে হুকুম দিল তুমি যাও গিয়ে নিয়ে এস কুড়াল। দিদিমা তখন আবার দাদুকে বললো তুমি যাও। এইভাবে একে অপরকে যেতে বলল কুড়াল আনতে কিন্তু কেউই জায়গা থেকে নড়লো না। তখন ওয়াইস্নাহা তার দাদু দিদিমাকে বুদ্ধি করে বললো, 'আমরা তো এমনিতেও এখান থেকে বেরোতে পারছি না, তাই তোমরা দুজনেই যাও গিয়ে কুড়াল নিয়ে এস। তারপর গাছ কেটে আমাদের বার কর। এরপর তোমরা আমাদেরকে খেয়।' তাই শুনে দাদু ও দিদিমা ভাবলো, 'হ্যাঁ তা নাতি ঠিকই বলেছে।' এই ভেবে তারা দুজনেই চলে গেল কুড়াল আনতে। যেই না দাদু ও দিদিমা কুড়াল আনতে গেল অমনি ওয়াইস্নাহা ও তার বোন সেই ফাঁকে সেখান থেকে বেড়িয়ে স্লাম গাছের উপর উঠে লুকিয়ে থাকল। অন্যদিকে রাক্ষস-রাক্ষসি কুড়াল নিয়ে সে জায়গায় এসে হাজির, তারা দু'জনে মিলে গাছ কাটতে শুরু করল। গাছ কাটার পর তারা দেখতে

পেল যে তারা সেখানে নেই। তখন তারা আবার ডাকতে লাগল, 'আদরের নাতি নাতনি কোথায় গেলে?'

কিন্তু তারা চুপ করে বসে থাকল কোন উত্তর করল না, আবার দাদু দিদা ডাকতে লাগল, 'তোমরা কেথায় গেলে?'

ওয়াইস্নাহা দাদু-দিদার ডাক শুনতে পেল তখন সে তার দিদিকে জিজ্ঞেস করলো, 'দিদা-দাদু ডাকছে আমি কি উত্তর দেব?'

দিদি তখন আবার বলল,'না ওরা রাক্ষস-রাক্ষসী, আমাদের মেরে ফেলবে, তুমি উত্তর দিও না।"

এইভাবে দু-তিন বার ডাকার পর ওয়াইস্নাহা থাকতে না পেরে উত্তর দিলো, 'আমরা গাছের উপরে বসে আছি, আমাদের নিয়ে যাও।'

অন্যদিকে রাক্ষস-রাক্ষসি তাদেরকে খুঁজতে খুঁজতে ইতিমধ্যেই স্লাম গাছের তলায় এসে উপস্থিত হলো। রাক্ষস-রাক্ষসী ঠিক বুঝতে পারল যে তাদের নাতি নাতনি স্লাম গাছেই আছে। বুঝতে পেরে তাদেরকে গাছ থেকে নেমে আসতে বলল। তখন কোন উপায় না দেখে ওয়াইস্নাহা ভয় ভয় উত্তর দিল, 'আমরা গাছের উপর বসে আছি তাই, কিন্তু আমরা নামতে পারছিনা। তার চেয়ে বরং তোমরা গাছের উপর উঠে এলো।'

তখন ওয়াইস্নাহা তাড়াতাড়ি একটি বুদ্ধি বার করল। সে তখন দাদু-দিদাকে বলল যে আমি উপর থেকে দু'টো দড়ি ফেলছি তোমরা উঠে এস। তারপর সেই দড়িঁ ধরে রাক্ষস রাক্ষসী আস্তে আস্তে উপরে উঠতে লাগল। যেই তারা ওয়াইস্নাহার কাছাকাছি পৌঁছায় অমনি সে ওই দড়ি দুটি কেটে দেয়। এইভাবে সে বার বার একই চালাকি করতে লাগল আর রাক্ষস-রাক্ষসি খুব রেগে যেতে লাগল। কিন্তু ওয়াইস্নাহা ঠান্ডা মাথায় বলল, 'আমি অনেক চেষ্টা করার পরেও দড়িটি তোমাদের ভর ধরে রাখতে পারছে না। এই বলে সে রাক্ষস রাক্ষসিকে উদ্দেশ্য করে আবার দু'টি দড়ি ফেলল উপর থেকে। রাক্ষস-রাক্ষসি আবার দড়ি ধরে আস্তে আস্তে গাছের উপরে উঠতে লাগল

কিন্তু সেই আগের মতোনই যেই তারা ওয়াইস্নাহার কাছাকাছি পৌঁছাল অমনি সে ওই দড়ি দুটি কেটে দিলো। তখন রাক্ষস রাক্ষসী আরো রেগে গেলো, রাগ ঠান্ডা করার জন্য ওয়াইস্নাহা আবার তাদের শান্তভাবে বোঝালো যে সে ইচ্ছে করে এমনটা করেনি। সে আবার গাছের উপর থেকে দু'টো দড়ি ফেললো। রাক্ষস রাক্ষসী আবার দড়ি ধরে উপরে উঠতে লাগলো। কিন্তু সেই আগের দু'বারের মতোন যেই তারা ওয়াইস্নাহার কাছাকাছি পৌঁছাল অমনি সে ওই দড়ি দুটো কেটে দেয়। এইবার তারা আরো রেগে গিয়ে ঠিক করে যে গাছে আর উঠবে না, গাছটাকেই কেটে ফেলবে। যেমন ভাবনা তেমন কাজ, রাক্ষস রাক্ষসী দু'জনে গাছটি কাটতে শুরু করল। সেই স্লাম গাছের পাশে দিয়েই বয়ে যাচ্ছিল একটি নদী, আর গাছটি পড়ল নদীর দিকে, ওয়াইস্নাহা এবং তার দিদি তখন খুব সহজেই গাছটির সাহায্যে নদী পার হয়ে গেল।

তখন রাক্ষস-রাক্ষসী চিন্তা করতে থাকলো যে এবার কি হবে, তারা কি করে নদী পার হবে। ওয়াইস্নাহা বুঝতে পারল রাক্ষস রাক্ষসির চিন্তার কারণ তাই সে বুদ্ধি করে বলল যে তোমরা বড় কুড়াল মাথায় নিয়ে সাঁতার কেটে এই পারে চলে এস, তাহলে আমাদের সাথে দেখাও হবে আর আমাদেরকে খেতেওপারবে। সেই শুনে দাদু তো খুব খুশী, সে প্রথমে সাঁতরে পার হতে লাগল, পারের কাছে এসে সে ওয়াইস্নাহাকে বলল নাতি আমাকে সাহায্য কর। সেই শুনে ওয়াইস্নাহা দাদুর কুড়াল দিয়ে তাকে মেরে ফেলল। ওয়াইস্নাহা মারার আগে বললো, 'ওয়া গ্রি মা-ওয়া গ্রি ফা পাড়া সকফাই হা।'

এরপর তারা দু' ভাই বোন সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে থাকল। একদিন তার দিদি গুনগুন করে গান করতে করতে রাম্বাক গাঁথছিল। সেই দেখে ওয়াইস্নাহা ভাবল তার দিদির নিশ্চই বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছে। তাই সে মনে মনে ঠিক করল যে সে নিজেই তার দিদির বিয়ে দেবে। সেই ভেবে পরের দিন সকালে 'সদে', 'সদে' বলে ডাকতে লাগল। তখন তার ডাকে এক ব্যাক্তি সারা দিল, 'হুই' তখন ওয়াইস্নাহা সেই আওয়াজকে অনুসরণ করে জুমে পৌঁছাল। সে গিয়ে জিজ্ঞেস করল কে আমার ডাকে সাড়া দিল? যে

আমার ডাকে সাড়া দিয়েছ এখন তাকে আমার দিদিকে বিয়ে করতে হবে। এরপর তার দিদির বিয়ে হল সদে-র সাথে।

ওয়াইস্নাহার দিদির বিয়ের পর সে ভাবল তারও বিয়ে করা দরকার কিন্তু মেয়ে পাবে কোথায়? সে একা একা দিন কাটাতে লাগল। একদিন সে নদীতে বাশেঁর নৌকা বানিয়ে নৌকা চড়তে লাগল। ইতিমধ্যে এক দিদা তার নাতনিকে নিয়ে জুম থেকে ফিরছিল, কিন্তু নদীর জল বেড়ে যাওয়াতে দিদা ওয়াইস্নাহার কাছে অনুরোধ করে বলে, 'নাতি নাতি আমাদের পার করে দাও।'

ওয়াইস্নাহা বলল পার করলে একজন একজন করে করতে হবে। দিদা তাতে রাজি হয়ে গেল তখন ওয়াইস্নাহা দিদাকে আগে পার করল তারপর নাতনিকে পার করতে গিয়ে সে তাকে নিয়ে পালিয়ে গেল। তারপর তারা সুখে স্বাচ্ছন্দে বাস করতে লাগল।

তাউমা তুইমী

অনেক অনেক বছর আগের কথা, এক বিশাল জঙ্গলে একটা বন মুরগী থাকত। সে একবার এক সাথে অনেকগুলো ডিম পারল। কিন্তু ডিম পাড় ার পর একটা জঙ্গলের বিড়াল সেই মুরগীটাকে খেয়ে নিলো। তখন মুরগীর ডিম আর মুরগীর গু একা হয়ে গেলো। তাদের ভারী মন খারাপ, তারা মাকে কোথাও খুঁজে পেল না। তখন তারা একদিন তাদের মাকে জঙ্গলের মধ্যে খুঁজতে বেরোল। তারা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আওয়াজ করতে লাগল,

"তাউ তুইয়ো দারাং মাইরাং
তাউকসিহা পেইথা বাউ থা"

এই আওয়াজ করতে করতে তারা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে, তাদের দেখা হল তাদের সাথী উআমথাইহ্‌ার সাথে। উআমথাইহ্‌া তখন মুরগীর ডিম ও মুরগীর গুকে জিজ্ঞাসা করল,

"ও বন্ধু! ও বন্ধু! তোমার কোথায় যাচ্ছ?"

তখন মুরগীর ডিম ও মুরগীর গু বলল,

"আমরা মাকে খুঁজেতে যাচ্ছি।"

তখন উআমথাইহ্‌াও বলল,"ঠিক আছে তাহলে আমিও যাব তোমাদের সাথে।"

তখন উআমাথাইহ্‌াও তাদের যেতে লাগল। তারা তিনজনে আবার আওয়াজ করতে করতে যেতে লাগল,

"তাউ তুইয়ো দ্‌রাং মাইরাং,

তাউকসিহা পেইথা বাউ থা

উআমথাইহ্‌া কুংদেল বাউদেল"

এই আওয়াজ করতে করতে তারা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে, তাদের সাথে আবার দেখা হলো সাপের সাথে। সাপ তখন মুরগীর ডিম ও মুরগীর গুকে জিজ্ঞাসা করল, 'ও বন্ধু! ও বন্ধু! তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

তখন মুরগীর ডিম ও মুরগীর গু বলল, 'আমরা মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

তখন সাপও বলল, 'ঠিক আছে তাহলে আমিও যাব তোমাদের সাথে।'

তখন সাপও তাদের সাথে যেতে লাগল। তখন তারা চারজনে আবার আওয়াজ করতে করতে যেতে লাগল,

"তাউ তুইয়ো দ্‌রাং মাইরাং

তাউকসিহা পেইথা বাউ থা

উআমথাইহ্‌া কুংদেল বাউদেল

চুবুহা সুদেং বাউদেং”

এই আওয়াজ করতে করতে তারা আবার জঙ্গলের মধ্যে তাদের মাকে খুঁজতে লাগল। যেতে যেতে, তাদের আবার দেখা হল বাঙগুঙহার সাথে। বাঙগুঙহা তখন মুরগীর ডিম ও মুরগীর গুকে জিজ্ঞাসা করল,

“ও বন্ধু! ও বন্ধু! তোমরা কোথায় যাচ্ছ?”

তখন মুরগীর ডিম ও মুরগীর গু বলল, “আমরা মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।”

তখন বাঙগুঙহা বলল, “ঠিক আছে তাহলে আমিও যাব তোমাদের সাথে।”

তখন বাঙগুঙহাও তাদের সাথে যেতে লাগল। তখন তারা পাঁচজন মিলে আবার আওয়াজ করতে করতে যেতে লাগল,

“তাউ তুইয়ো দারাং মাইরাং

তাউকসিহা পেইথা বাউ থা

উআমথাইহ্‌া কুংদেল বাউদেল

চুবুহ্‌া সুদেং বাউদেং

বাঙ গুঙহা মিয়া বানিয়ে।”

এই আওয়াজ করতে করতে তারা আবার জঙ্গলের মধ্যে তাদের মাকে খুঁজতে লাগল। যেতে যেতে, তাদের আবার দেখা হল সিন্দ্রাই-এর সাথে। সিন্দ্রাই তখন মুরগীর ডিম ও মুরগীর গুকে জিজ্ঞাসা করল,

“ও বন্ধু! ও বন্ধু! তোমরা কোথায় যাচ্ছ?”

তখন মুরগীর ডিম ও মুরগীর গু বলল,

“আমরা মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।”

তখন সিন্দ্রাই বলল,

“ঠিক আছে তাহলে আমিও যাব তোমাদের সাথে।”

তখন সিন্দ্রাইও তাদের সাথে যেতে লাগল। তখন তারা ছয়জন মিলে আবার আওয়াজ করতে করতে যেতে লাগল,

“তাউ তুইয়ো দ্‌রাং মাইরাং

তাউকসিহা পেইথা বাউ থা

উআমথাইহ্‌ কুংদেল বাউদেল

চুবুহ্‌ সুদেং বাউদেং

বাঙ গুঙহা মিয়া বানিয়ে।

সিন্দ্রাই হা মিয়া মিয়া

এই আওয়াজ করতে করতে তারা আবার জঙ্গলের মধ্যে তাদের মাকে খুঁজতে লাগল। যেতে যেতে, তাদের আবার দেখা হলো ব্রাহা-এর সাথে। ব্রাহা তখন মুরগীর ডিম ও মুরগীর গুকে জিজ্ঞাসা করল,

“ও বন্ধু! ও বন্ধু! তোমরা কোথায় যাচ্ছ?”

তখন মুরগীর ডিম ও মুরগীর গু বলল,

“আমরা মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।”

তখন ব্রাহা বলল,

“ঠিক আছে তাহলে আমিও যাব তোমাদের সাথে।”

তখন ব্রাহাও তাদের সাথে যেতে লাগল। তখন তারা সাতজন মিলে আবার আওয়াজ করতে করতে যেতে লাগল,

“তাউ তুইয়ো দ্‌রাং মাইরাং

তাউকসিহা পেইথা বাউ থা

উআমথাইহ্া কুংদেল বাউদেল

চুবুহ্া সুদেং বাউদেং

বাঙ গুঙহা মিয়া বানিয়ে।

সিন্দ্রাই হা মিয়া মিয়া

ব্রাহা ব্রা ব্রি”

এই আওয়াজ করতে করতে তারা আবার জঙ্গলের মধ্যে তাদের মাকে খুঁজতে লাগল। যেতে যেতে, তাদের আবার দেখা হল বাংখং-এর সাথে। বাংখং তখন মুরগীর ডিম ও মুরগীর গুকে জিজ্ঞাসা করল,

“ও বন্ধু! ও বন্ধু! তোমরা কোথায় যাচ্ছ?”

তখন মুরগীর ডিম ও মুরগীর গু বলল,

“আমরা মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।”

তখন বাংখং বলল,

“ঠিক আছে তাহলে আমিও যাব তোমাদের সাথে।”

তখন বাংখং তাদের সাথে যেতে লাগল। তখন তারা আটজন মিলে আবার আওয়াজ করতে করতে যেতে লাগল,

“তাউ তুইয়ো দ্রারাং মাইরাং

তাউকসিহা পেইথা বাউ থা

উআমথাইহ্া কুংদেল বাউদেল

চুবুহ্া সুদেং বাউদেং

বাঙ গুঙহা মিয়া বানিয়ে।

সিন্দ্রাই হা মিয়া মিয়া

ব্রাহা ব্রা ব্রি”

বাংখং হা ব্রুম ব্রা

এই আওয়াজ করতে করতে তারা আবার জঙ্গলের মধ্যে তাদের মাকে খুঁজতে লাগল। যেতে যেতে, তাদের সাথে আবার দেখা হল পিআর-এর সাথে। পিআ তখন মুরগীর ডিম ও মুরগীর গুকে জিজ্ঞাসা করল,

“ও বন্ধু! ও বন্ধু! তোমরা কোথায় যাচ্ছ?”

তখন মুরগীর ডিম ও মুরগীর গু বলল,

“আমরা মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।”

তখন পিআ বলল,

“ঠিক আছে তাহলে আমিও যাব তোমাদের সাথে।”

তখন পিয়াও তাদের সাথে যেতে লাগল। তখন তারা সাতজন মিলে আবার আওয়াজ করতে করতে যেতে লাগল,

“তাউ তুইয়ো দ্‌রাং মাইরাং

তাউকসিহা পেইথা বাউ থা

উআমথাইহ্‌ কুংদেল বাউদেল

চুবুহ্‌ সুদেং বাউদেং

বাঙ গুঙহা মিয়া বানিয়ে।

সিন্দ্রাই হা মিয়া মিয়া

ব্রাহা ব্রা ব্রি”

বাংখং হা ব্রুম ব্রা

পিআ প্রুম প্রা”

এইভাবে তারা আবার আওয়াজ করতে করতে যেতে লাগল। যেতে

যেতে তারা সেই বন বিড়ালের বাড়িতে পৌঁছাল।

তারা গিয়ে দেখে সেই বন বিড়াল বাড়িতে ঘুমিয়ে আছে। তাই তারা সবাই ঠিক করে নিল কে কোথায় লুকিয়ে থাকবে।

তারা ঠিক করলো, মুরগীর ডিম লুকাবে উনুনে। সিন্দ্রাই লুকাবে তেলের বোতলের ভিতরে। মুরগীর গু লুকাবে খ্রৌফাং-এ। উআমথাইহ্ লুকাবে ইয়ামচিতে। বাংখং লুকাবে ইয়াখলি খং-এ। পিআ লুকাবে তৈলাউ-তে। সাপ লুকাবে দরজার কাছে। সিন্দ্রাই লুকাবে বারান্দাতে ব্রাহা লুকাবে ইয়াখলি খং ফাং-এ। বাঙ গুঙহা লুকাবে সিড়ির তলায়। যেমন যেমন

ঠিক করা হল, সে সেইভাবে লুকিয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পর বন বিড়ালের ঘুম ভাঙল, ঘুম ভাঙতেই আড়মোড়া কাটতে লাগল। আড়মোড়া কাটতে গিয়ে তার হাত খ্রৌফাং-এ লাগল। সেই মুরগীর গু ইয়ামচিতে মুছতে গেল। সেখানে উআমথাইহ্‌ার উপর হাত লেগে, হাত গেল কেটে। তখন সে তেলের বোতল খুলতে গেল, সেখানে ছিল সিন্দ্রাই। সিন্দ্রাই-এর কামড় খেয়ে চিৎকার করতে করতে উনুনের কাছে গেল, হাতে সেঁক দিতে। উনুনে ছিল ডিম, যেই না উনুন ধরাল অমনি ডিম ফেটে বিড়ালের চোখে মুখে লেগে গেল। বিড়াল তখন তৈলাউ খুঁজতে লাগল। তৈলাউতে বসে ছিল পিআ, যেই না জল দিয়ে মুখ ধুতে লাগল অমনি পিআ বিড়ালটাকে কামড়াতে লাগল। তখন সে 'ও মাগো! ও বাবাগো!' বলে চিৎকার করতে লাগল। সে চিৎকার করতে করতে দরজার দিকে গেল। যেই না দরজা খুলল, সাপ (চুবু) তাকে কামড়াল। কামড় দেওয়ার সাথে সাথেই ব্রাহা তাকে চাপা দিল। চাপা দেওয়ার সাথে সাথেই বাংখং তাকে করে পেচিয়ে ধরল। তখন বাঙ গুঙহা তাকে আটকে নিল। এইভাবে বিড়াল মরে গেল আর গল্পও শেষ হল।

তিল্লোত্তমা

সে বহু যুগ আগের কথা, এক রাজার সাত ছেলে ছিল। সেই রাজার বিশাল ধন, সম্পদ, প্রতিপত্তি ছিল। রাজা তার ছয় ছেলের বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ছয় ছেলের বউই খুব কুঁড়ে, সারাদিন শুয়ে বসে সময় কাটাত, সংসারে মন নেই, কোনো জিনিসের যত্ন নেই, স্বামীরা জুম থেকে ফিরে এসে সব অগোছালো দেখে। স্বামীদের ঠিক করে যত্ন পর্যন্ত করতে পারে না। সংসারের এই অবস্থা দেখে রাজার মনে ভারী অশান্তি। একদিন রাজার ছোট ছেলে তিল্লোত্তমাকে

বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এল। তিল্লোত্তমা ঘরে এসে দেখে, সব ভাইদের আলাদা আলাদা সংসার, আলাদা আলাদা হাঁড়ি। কোন ভাইয়ের সাথে কোন ভাইয়ের মিল নেই। ভাইয়ের স্ত্রীরা বড়ই কুঁড়ে, তাই তারা গর্তে খায়। তিল্লোত্তমা সংসারের এই অবস্থা দেখে অবাক হয়ে বলল, "বাড়ীতে থালা নেই তো কি হয়েছে, জঙ্গল থেকে গাছের পাতাতো আনতে পারো।"

এই বলে সে ঘর সংসারের কাজে হাত লাগালো। ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখল এক জায়গায় থালা, আরেক জায়গায় পেঁয়াজ, তেলের বোতল ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। এরপর সে সবকিছু এক জায়গায় জড়ো করে গুছিয়ে রাখল। সারা বাড়ি পরিষ্কার করে সে রান্না করতে ঢুকল। তিলোত্তমা খুব যত্ন করে গুছিয়ে রান্না করল। তারপর সে আবার সব কিছু পরিষ্কার করে রাখল। অন্যদিনের মতোন, সন্ধ্যাবেলায় রাজার সব ছেলেরা জুম থেকে ফিরে আসল। তিল্লোত্তমা তাদেরকে পাতায় খেতে দিল, জল দিল। সব ভাইরা অবাক হয়ে গেল তিল্লোত্তমার গুণে। তারা সবাই তিল্লোত্তমার প্রশংসা করতে লাগল। এক ভাই আরেক ভাইকে বলতে লাগল, "কি গুণবতী তিল্লোত্তমা! প্রথম দিন এসেই কি সুন্দর রান্না করল।"

তিল্লোত্তমা সংসারের এই অবস্থা দেখে সবার সামনে এক প্রস্তাব রাখল

এবং সবাইকে অনুরোধ করল যে প্রত্যেকে যেন সংসারের জন্য একটা একটা জিনিস আনে, তাহলে সবাই মিলে মিশে থাকতে পারবে। তিল্লোত্তমার এই কথা শুনে সব ভাইরা রাজী হয়ে গেল, এবং ভীষণ সন্তুষ্ট হল। এরপর থেকে সব ভাইরা তিল্লোত্তমার কাছে চাল, ডাল, টাকা, পয়সা, সমস্ত কিছু তুলে দিত। তখন থেকে সমস্ত সংসারের ভার তার উপর পড়ল।

সে ভোরবেলা উঠে রান্না করত, ঘর পরিষ্কার করত, এবং তার স্বামী এবং অন্য ভাইদের জুমে যাওয়ার আগে ভাত বেড়ে খেতে দিত। সে হিসাব করে সংসার চালাতে লাগল, কিছু অপচয় হতে দিত না। প্রত্যেকটি জিনিসের উপর তার নজর ছিল, সবাইকে যত্ন করত। এইভাবে দিন যায়, মাস যায় সংসার সুখে শান্তিতে চলতে লাগল। তখন তিলোত্তমাকে দেখে অন্য ছয় বৌয়েরা হিংসা করতে লাগল, যতদিন যায় তত তাদের রাগ বাড়তে লাগল। তিল্লোত্তমাই সংসারের কর্ত্রী হয়ে উঠল,তাদের স্বামীরা তাদের কাছে টাকা পয়সা না দিয়ে, ছোট বৌ এর হাতে টাকা তুলে দিতে লাগল। এই দেখে বাকী ছয় বৌ রাগে ফুঁসতে লাগল। এরপর একদিন তিল্লোত্তমা অন্তসত্ত্বা হল, তখন বাকি ছয় বৌ ব্রাহ্মণের কাছে গেল, ছোট বৌ-এর কি সন্তান হবে জানতে। সেই ব্রাহ্মণ বলল,

"মনই খে বো রোখাই ক্রাই নাই সেই
কা খে রাঙজাক ক্রাই নাই সেই।"

অর্থাৎ, সন্তান খুব ভাগ্যবান, তার চোখের জলে সোনা, মুক্তা হবে আর সে হাসলে আরো সম্পদ হবে।

এই ভবিষ্যৎ বাণী শুনে ছয় বৌ আরো হিংসায় জ্বলতে লাগল। আর তারা সবাই মিলে পরিকল্পনা করতে থাকল কি করে ছোট বৌকে জব্দ করা যায়। কিন্তু এ সবের কিছুই বুঝতে পারল না তিল্লোত্তমা। একদিন ছয় বৌ আবার সেই ব্রাহ্মণের কাছে গেল, গিয়ে ব্রাহ্মণকে তাদের দুঃখের কথা বলতে লাগল, কিভাবে তাদের স্বামীরা তিল্লোত্তমার হাতে সমস্ত টাকা তুলে দেয় এবং তার কথায় সংসার চলে। তাদের দুরাবস্থার কথা বলে তারা চালাকি করে ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করল তিলোত্তমার সন্তান সম্বন্ধে যেন সত্যি কথা না বলে। তারা ব্রাহ্মণকে শিখিয়ে দিল যে কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবেন, "এ সন্তান জন্মালে সংসারে

অভাব দেখা দেবে, পরিবারের অকল্যাণ এবং পুত্রের পিতার মৃত্যু ঘটবে।”

এরপর তারা বাড়ি ফিরে এল, তারা ফিরে আসতেই সবাই জিজ্ঞাসা করল, “ব্রাহ্মণ কি বলল?”

তারা মিথ্যা কথা বলল, “রাক্ষস সন্তান জন্মাবে, এবং এ সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে, পিতার অকাল মৃত্যু হবে।”

এ কথা শুনে সবাই তৎক্ষনাৎ ব্রাহ্মণের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল। সেখানে পৌঁছে সবাই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করল তার ভবিষ্যৎ বাণীর কথা। ব্রাহ্মণ সেই শেখানো কথাই বলল। সেই শুনে তিল্লোত্তমার স্বামী চিন্তায় পড়ে গেল। সে তিল্লোত্তমাকে কিছুই বুঝতে দিল না কিন্তু মনে মনে দুঃশ্চিন্তায় দিন কাটাতে লাগল। এইভাবে বেশ কয়েক মাস কেটে গেল, তিল্লোত্তমার সন্তান প্রসবের দিন এগিয়ে এল তখন তার স্বামী এক মতলব আটল আর মনে মনে ভাবলো এই সুযোগে তাকে জঙ্গলে ছেড়ে আসব। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। তিল্লোত্তমার স্বামী তাকে বললো, “ও বৌ চল তোমায় বাপের বাড়ি থেকে ঘুরিয়ে আনি। তুমি তৈরী হয়ে নাও।”

এই বলে তারা পরেরদিন ভোরবেলা রওনা দিল। পথ চলতে লাগল। সে অনেকদূর না একটু দূর, কেউ জানে না।

পথ চলতে চলতে এক বিশাল জঙ্গলের কাছে উপস্থিত হল। তারপর তারা সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল। তারপর অনেকটা পথ চলার পর তারা বিশ্রাম নিতে এক প্রকান্ড গাছ তলায় বসল, তিল্লোত্তমার স্বামী সেখানে জিরোতে জিরোতে তাকে জিজ্ঞাসা করল, “আমার পথে যদি কিছু হয়ে যায় তুমি একা ফিরতে পারবে?”

তখন তিল্লোত্তমা উত্তর দিল, ‘হ্যাঁ’।

তারপর তারা আবার রওনা দিলো, পথে চলতে লাগল। সে অনেকদূর না একটু দূর, কেউ জানে না।

তিল্লোত্তমার স্বামী আবার জিজ্ঞেস করল, ‘আমার পথে যদি কিছু হয়ে যায় তুমি একা ফিরতে পারবে?”

তখন তিল্লোত্তমা উত্তর দিল, "না, এ আমায় কোন রাস্তায় নিয়ে এসেছ, আমি তো চিন্তে পারছিনা।" তখন তিল্লোত্তমার স্বামী মনে মনে ভাবলো এইবার যাওয়া যাবে, এই ভেবে তারা আরো পথ চলতে লাগল, চলতে চলতে তিল্লোত্তমা এক সময় বলল, "আর যে পথ চলতে পারছিনা, একটু কোথাও বসে বিশ্রাম নিয়ে নি।" তিল্লোত্তমার স্বামী মনে মনে ভাবল এই তো সুযোগ, সে তখন তিল্লোত্তমার কথায় রাজি হয়ে গেল এবং তারা প্রকান্ড এক বট বৃক্ষের তলায় বিশ্রাম নিতে লাগল। তিল্লোত্তমা তার স্বামীর কোলে মাথা দিয়ে কথা বলতে বলতে কোন সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে টেরও পেল না সেই সুযোগে তার স্বামী কোল থেকে মাথা নামিয়ে গামছার উপরে তাকে শুইয়ে দিল এবং সে সেখান থেকে চলে আসার প্রস্তুতি নিল। তার স্বামী কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে বাড়ির পথে রওনা দিল। সে পথ চলে আর কাঁদে, পথ চলে আর কাঁদে, আর মনে মনে আপন মনে বলতে লাগল, "আমি তোমায় খুব ভালোবাসি কিন্তু ব্রাহ্মণের কথায় আজ তোমায় আমি ছেড়ে যেতে বাধ্য হলাম।"

ওইদিকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে তিল্লোত্তমা একা একা ঘুমিয়ে থাকল, এভাবে অনেকক্ষণ গেল না অল্পক্ষণ তা কেউ জানে না। হঠাৎ তিল্লোত্তমার ঘুম ভাঙল, সে উঠে দেখে তার পাশে তার স্বামী নেই। সে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে উঠল, কাঁদতে কাঁদতে সে তার স্বামীকে ডাকতে লাগল, 'তুমি কোথায় গেলে? আমি একা একা এবার কি করে ফিরব?"

সে কাঁদে, আর কাঁদে, কাঁদতেই থাকে। সেই গভীর বনে কেউ কান্না

শোনার নেই। কিন্তু অনেক দুর থেকে এক কাঠুরিয়া বনে কাঠ কাঁটতে কাঁটতে এক মেয়ের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে সে সেই দিকে এগিয়ে এল। সে মনে মনে ভাবতে লাগল এই গভীর বনে এ কোন মেয়ের কান্নার আওয়াজ! নিশ্চয় কোন বিপদ হয়েছে তার। এই ভাবতে ভাবতে সে তিল্লোত্তমার কাছে উপস্থিত হল। সে সেখানে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি? তুমি এই জঙ্গলে কি করছ একা একা?" তিল্লোত্তমা কাঁদতে কাঁদতে কাঠুরিয়াকে সব কথা প্রথম থেকে বলল। সেই শুনে কাঠুরিয়ার মায়া হল সে তাকে বোন বলে সম্বোধন করল এবং বলল দুঃখ পেয়ো না, তুমি চলো আমার সাথে আমার বাড়িতে। আমি গরীব হতে পারি কিন্তু তোমার কোন চিন্তা নেই আমি যা খাবো তুমিও তাই খাবে। সে তাকে এই বলে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। তিল্লোত্তমা তারপর থেকে কাঠুরিয়া ও তার স্ত্রীর সাথে থাকতে লাগল। কাঠুরিয়ার স্ত্রীও গর্ভবতী ছিল। তারা তিনজন একই সাথে থাকতে লাগল।

এইভাবে একদিন না অনেকদিন, এক মাস না অনেক মাস তা কেউ জানে না। একদিন কাঠুরিয়ার স্ত্রী ও তিল্লোত্তমা দুজনেই পুত্র সন্তান প্রসব করল। তিল্লোত্তমার পুত্রের নাম রাখা হল চাঁদ গুণধর, আর কাঠুরিয়া পুত্রের নাম রাখা হলো চাঁদ সোদাইহাম। তারা একসাথে বাস করতে লাগল, ছেলে দুটি এক সাথে বেড়ে উঠতে লাগল। তিল্লোত্তমা একদিন লক্ষ্য করল, যে তার সন্তান কাঁদলে, হাঁসলে সোনা-রূপা ঝরে, তাই দেখে সে ভীষণ চিন্তায় পড়ল, কেউ যদি দেখে নেয় তাহলে তার সন্তান চুরি করে নিতে পারে। আর সব সোনা-রূপা জড়ো করে তার কাপড়ের পুটলিতে লুকিয়ে রাখল। এইভাবে চলতে লাগল, কেউ টেরটিও পেলো না এই গোপন কথা। সে অনেকদিন না অল্পদিন কেউ জানে না। একদিন তিল্লোত্তমা ছড়ায় গেল কাপড় ধুতে, ওদিকে তার ছেলে চাঁদ গুণধর কাঁদতে লাগল, তার কান্নার আওয়াজ শুনে কাঠুরিয়ার বৌ ছুটে এল তার কান্না থামাতে। এসে চাঁদ গুণধরকে দেখে সে তো অবাক হয়ে গেলো, আর ভাবলো 'এও কি সম্ভব!' চাঁদ গুণধর যতই কাঁদতে লাগলো ততই সোনা রূপা ঝড়তে লাগলো। এই কথা সে কাঠুরিয়াকে জানাল। এরপর কাঠুরিয়া ও তার স্ত্রী মিলে পরামর্শ করে তিল্লোত্তমার ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে গেল আর নিজেদের ছেলে রেখে গেল। তিল্লোত্তমা ছড়া থেকে ফিরে এসে দেখে তার

ছেলে নেই চাঁদ সোদাইহাম শুধু আছে। বাড়িতে আর কেউ নেই। সে অনেকবার ডাকল, কিন্তু কাঠুরিয়া ও তার স্ত্রীকে কোথাও খুঁজে পেল না, সঙ্গে তার সন্তানকেও খুঁজে পেল না।

তখন সে বুঝতে পারল যে কাঠুরিয়া ও তার স্ত্রী চাঁদ গুণধরকে চুরি করে নিয়ে গেছে। সে তখন মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল, সে কাঁদে আর কাঁদে। এইভাবে অনেকদিন না অল্পদিন তা কেউ জানে না। তার দুঃখ দেখে থাকতে না পেরে একদিন তার দুয়ারে মাইনুমা, বুড়ির ছদ্মবেশে হাজির হল। মাইনুমা তিল্লোত্তমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে মা তুই কাঁদিস কেন? তোর কিসের এত কষ্ট?' তিল্লোত্তমা তাকে সব কথা খুলে বলল, কিভাবে তার সন্তান হারাল, কাঠুরিয়া ও তার স্ত্রী তার সন্তান নিয়ে গেল।

সব শুনে মাইনুমা তাকে প্রতিশ্রুতি দিল যে যেভাবেই হোক তারা দুজনে মিলে চাঁদ গুণধরকে খুঁজে বার করবে।

এরপর তারা বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে চাঁদ গুণধরকে খুঁজে বার করার উদ্দেশ্যে। তারা বহু গ্রাম, বহু জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত ঘুরল কিন্তু কোথাও চাঁদ গুণধরকে খুঁজে পেলনা। এইভাবে দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল তারা খুজতেই লাগল। কিন্তু তিল্লোত্তমার চোখের জল আর ফুরাল না। সে কিছুতেই সন্তান হারানোর কষ্ট ভুলতে পারল না। এইভাবেই চলতে লাগল। সে একদিন না অনেকদিন তা কেউ জানে না। এই ভাবে খুঁজতে খুঁজতে একদিন সেই কাঠুরিয়ার বাড়ি এসে পৌঁছাল। সেখানে তারা সেই রাত থাকল। তিল্লোত্তমার চোখের জল ফেলতে ফেলতে মাইনুমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আর কোন দিন কি আমি আমার ছেলেকে খুঁজে পাব না?'

তিলোত্তমার ছেলে তাদের কথোপকথন শুনতে পেল। সে তখন ঘরে ঢুকে তিল্লোত্তমাকে জিজ্ঞেস করল, 'সাহ হাময়া খে চোথই অংতব ফোঅ সালে ন চোমই অং তংমি দেং নো হালে নুংন লে।'

চাঁদ গুণধর আরো বলল, 'আপনাকে দেখেতো রাণী লাগে কিন্তু পোষাক দেখে দরিদ্র লাগছে।'

সে তিল্লোত্তমাকে প্রশ্ন করল, 'আপনার ছেলের নাম কি? কি করে সে

হারিয়ে গেল?'

তখন তিল্লোত্তমা তার সমস্ত দুঃখের কথা খুলে বলল। সেই শুনে চাঁদ গুণধর মনে মনে ভাবল আমি হাঁসলেও তো সোনা রূপা ঝরে। সেদিন রাত্রে সে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, তাহলে কি এটাই আমার আসল মা। তার মনে নানান প্রশ্ন জাগল। এই সব ভাবতে ভাবতে সে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর কাঠুরিযা স্ত্রী চাঁদ গুণধরকে পাঠশালায় যেতে বলল।

সে রাজি হল না, বলল আজ একটা বিচার হবে। তখন কাঠুরিয়ার স্ত্রী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল কিসের বিচার? চাঁদ গুণধর বলল তোমাদের এবং যে এসেছে তার বিচার। এই বলে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল রাজা মহারাজাকে বিচারের জন্য ডেকে আনার জন্য। সে পথ চলতে লাগল, কোথাও বিশ্রাম নিল না, কত পথ পেরিয়ে, মাঠ, নদ-নদী পেরিয়ে সে রাজার দরবারে পৌঁছাল। সেখানে গিয়ে রাজাকে সব কথা খুলে বলল। রাজা সব শুনল, শুনে বলল ঠিক আছে এর বিচার অবশ্যই হবে।

পরেরদিন সবাই তাদের বাড়িতে উপস্থিত হল। বিচার সভা বসল, রাজা চাঁদ গুণধরকে এবং চাঁদ সদাইহামকে দাঁড় করাল। অন্যদিকে তিল্লোত্তমা ও কাঠুরিয়ার স্ত্রীকে দাঁড় করানো হল। এবার রাজা বলল যার দুগ্ধ যার মুখে যাবে সেই তার মা বলে প্রমাণিত হবে। এরপর প্রমাণ হয়ে গেল যে চাঁদ গুণধর তিল্লোত্তমারই সন্তান এবং চাঁদ সদ্ইহাম কাঠুরিয়ার সন্তান। বিচারকরা আদেশ দিল যার সন্তান তার কাছে থাকবে।

বিচারকদের আদেশ শুনে চাঁদ সদ্ইহাম বলল, 'আমি আমার মা বাবার কাছে থাকব না, যারা আমায় ফেলে গেছে তাদের কাছে থাকতে চাই না। তিল্লোত্তমাই আমার মা আমি তার কাছেই থাকবো।"

এই শুনে কাঠুরিয়া ও তার স্ত্রী কাঁদতে লাগল, আজ তাদের কাছে আর কিছুই থাকল না। তারা হায়! হায়! করতে থাকল।

তখন তিল্লোত্তমা তার দুই ছেলে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেল।

চাঁদ গুণধর প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, সে একদিন গ্রামে গ্রামে ঘোষণা

করল এক টুকরি মাটি কাঁটলে এক টুকরি টাকা দেবে। এই খবর তার বাবা জ্যাঠার কাছে পৌঁছাল। তিল্লোত্তমাকে বনে ছেড়ে আসার পর থেকে তাদের আর্থিক অবস্থা দিন দিন খুব খারাপ হয়ে পড়ে। এই ঘোষণা শুনে চাঁদ গুণধরের বাবা, জ্যাঠারা সেখানে কাজের জন্য এসে উপস্থিত হল। তিল্লোত্তমা দূর থেকে দেখে চিনতে পারল তার স্বামী এবং ভাসুরদের। সে কাউকে কিছু না বলে জল গরম বসালো, তাদের সামনে না এসে আড়ালে তাদের স্নানের জল দিল। স্নান সেরে এলে তাদের নতুন কাপড় পরতে দিল। তখন তারা বলল,' ভাল কাপড় পরে আমরা কি করব? আমরা তো এখানে কাজ করতে এসেছি।' তিল্লোত্তমা আড়াল থেকে বলল, 'আমি যা বলছি শোন'। এই বলে সে তাদেরকে খাবার দিল। কিন্তু তারা কেউই ভয়ে খেতে পারল না। খালি ভাবতে থাকল এরা বুঝি আমাদের আজ মেরেই ফেলবে। এই ভেবে তারা কাঁদতে থাকল। আর বলতে থাকল, "আমরা কি করেছি? আমরা কি কোনো দোষ করেছি?"

তিল্লোত্তমা উত্তরে বলল, "না না তোমরা দোষ করতে যাবে কেন? তোমরা ভালো করে খাও।" খাওয়া দাওয়ার পর তিল্লোত্তমা আড়াল থেকে বেরিয়ে আসল। তখন সবাই তাকে চিনতে পারল। তিল্লোত্তমা তখন চাঁদ গুণধরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। চাঁদ গুণধর সবাইকে প্রণাম করলো। তিল্লোত্তমার স্বামী অঝোড়ে কাঁদতে লাগলো আর বলতে লাগল,"আমি তোমায় গভীর বনে একা ছেড়ে এসেছিলাম ব্রাহ্মণের ভবিষৎবাণী শুনে। সে বলেছিল সন্তান জন্মালে আমার মৃত্যু ঘটবে।"

এই কথা শুনে তিল্লোত্তমা তার স্বামীকে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল 'আজ অন্যের কথা বিশ্বাস করলে বলে এত কিছু হয়ে গেল।" সব ঘটনা শুনে ছয় ভাই বুঝতে পারল এ নিশ্চয় তাদের বৌদের ষড়যন্ত্র। এরপর ছয় ভাই বাড়িতে গিয়ে তাদের বৌদের মেরে ফেলল। তারপর থেকে তারা সবাই এক সাথে সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকল।

ঔগজ্বরা ফা

এক জঙ্গলে ঔগজ্বরা ফা (বন শুকর) বাস করত। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে সে খাবার খুঁজে খেত। শুধুমাত্র জল পান করতে লুঙ্গাতে আসত। তখন ফাল্গুন-চৈত্র মাস, কোথাও জল নেই রোদ্রের তাপে জল সব শুকিয়ে এসেছে। একদিন সে জল পান করতে লুঙ্গাতে এসে উপস্থিত। জল পানের পর লুঙ্গা থাকসকম তে বিশ্রাম নিতে লাগল। চৈত্র মাসের চড়া রৌদ্রে সে ঝিমোচ্ছিল। এরমধ্যে সেখানে এসে পৌঁছালো তাউক্রুকমা (জঙ্গলের পাখি) জল পান করার জন্য, জল তো প্রায় শুকিয়ে গেছে। তখন সে নিজে নিজে বলতে লাগল 'ইস! কেউ যদি আমাকে মাটি খুড়তে সাহায্য করত তাহলে আমি মাটি টা তুলে ফেলতে পারতাম, কত ভালই না হত, কত সুন্দরভাবে জলের ব্যবস্থাও হয়ে যেত। এই কথা গুলো শুনতে পেল ঔগজ্বরা ফা,সে শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল তাউক্রকম্া 'কি বললে তুমি?' তখন তাউক্রকম্া বলল, 'না বলছিলাম কেউ যদি আমায় সাহায্য করত মাটি খুড়তে তাহলে জলের বেশ ভালো ব্যবস্থা হত।'

ঔগজ্বরা ফা বলল—'সত্যি? তাউক্রকম্া উত্তর দিল 'হ্যাঁ সত্যি?'

তারপর দুজনে একসাথে কাজ শুরু করল, ঔগজ্বরা ফা মাটি খুড়তে লাগল আর তাউক্রকম্া মাটি পা দিয়ে সরাতে লাগল। এই ভাবে তাদের কাজ শেষ হল এবং সুন্দর জলের ব্যবস্থাও হয়ে গেল। তারপর দুজনেই জল পান করে বিশ্রাম নিতে গেল — ঔগজ্বরা ফা তার আগের জায়গায় বিশ্রাম নিতে লাগল। আর তাউক্রকম্া একটি বাঁশের উপর বিশ্রাম নিতে থাকল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে, একটি কচ্ছপ জলের খোঁজে লুঙ্গাতে এল, এসে সে ঔগজ্বরা ফার তৈরী করা সুন্দর স্বচ্ছ জলের গর্ত দেখতে পেল। তখন তাউক্রকমা কচ্ছপটিকে দেখতে পেল। যেই সে দেখল কচ্ছপটি তাদের তৈরী গর্ত থেকে জল পান করতে যাচ্ছে। তখন সে কচ্ছপটিকে বলল — "এটি আমি আর দাদু ঔগজ্বরা ফা তৈরী করেছি।" জলটি ভাল পরিষ্কার হয়নি তাই জল পান করো না। আর যদি পান করতে হয় তাহলে দাদু ঔগজ্বরাফার সাথে যুদ্ধ করে জিততে হবে। তখন কচ্ছপটি জিজ্ঞেস করল তাউক্রকমাকে কত বড় তোমার দাদু? তার উত্তরে তাউক্রকমা বলল, 'দাঁত হচ্ছে সাদা খামসই এর মতোন, চোখ হচ্ছে খুমতাউতই এর মতোন, কান হচ্ছে কুলার মতোন" তখন কচ্ছপটি ঔগজ্বরা ফা এর বিবরণ শুনে ভয়ে বলল, 'না, না আমি জিততে পারব না ভাই, তোমার দাদুর সাথে। ' এই বলে সে জল পান না করেই চলে গেল।

এর পর কিছুক্ষণ না অনেক্ষণ পরে এক হরিণ এসে উপস্থিত, পাহাড়, জঙ্গল ঘুড়ে সেও জল পান করতে লুঙ্গাতে এসে পড়ল। কিন্তু তাউক্রকমা তাকে একই কথা বলল — 'এটা আমি আর ঔগজ্বরা ফা দাদু তৈরী করেছি'। জল পান করতে হলে আমার দাদুর সাথে যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধে দাদুকে হারাতে পারলে জলপান করতে পারবে। এই শুনে সেও জিজ্ঞেস করল 'তা তোমার দাদুকে কেমন দেখতে?'

তখন তাউক্রকমা আবার দাদু ঔগজ্বরা ফা বিবরণ দিল, 'সে বলল - আমার দাদুর দাঁত হচ্ছে সাদা খামসই-র মতোন, চোখ হচ্ছে খুমতাউতই-র মতোন আর কান দুটি কুলার মতোন। সেই শুনে ভয়ে হরিণও জল না খেয়ে চলে গেল।

আবার সেই পথে জলের খোঁজে এসে উপস্থিত হল মৌসক। তখন তাউক্রকমা তাকেও সেই জল পান করতে নিষেধ করল। সে তাকেও জল পানের শর্ত দিল। সেই শুনে মৌসক জল পান না করেই চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে একটি বাঘিনী সেখানে এল, লুঙ্গাতে জল নেই তাই সে ফিরে যাচ্ছিল কিন্তু এমন সময় সে জল দেখতে পেল গর্তে। জল পান করতে যাবে

এমন সময় তাউক্রকম্‌ তাকে সাবধান করে দিল এবং সে একই কথা বাঘিনীকে বলল। দাদু ঔগজ্বরা ফা এর সেই ভয়ানক বিবরণ শুনে সেও ভয় পেয়ে জল পান না করেই চলে গেল।

এর পর একটি বাঘ তার দুপুরের ভোজন করে হালুম হালুম আওয়াজ করতে করতে এসে উপস্থি হল লুঙ্গাতে। জল পান করতে যাবে এমন সময় তাউক্রকম্‌ বলল, 'না, না এই জল তুমি পান করতে পারবে না। বাঘ তখন রেগে গিয়ে বলল, কেন? এক ঢোকও জল পান করতে পারব না? তখন তাউক্রকম্‌ বলল, না সেটাও হবে না।' যদি জল খেতেই হয় তাহলে দাদু ঔগজ্বরা ফা-র সাথে যুদ্ধ করতে হবে। 'যুদ্ধের কথা শুনে বাঘটি আওয়াজ করে জল পান করতে লাগল — হুম হু হু চি চি।

তার পর তাউক্রকম্‌ দাদু ঔগাজ্বার ফা কে তিন বার ডাক দিল

— "ও দাদু ঔগজ্বরা ফা

আমাদের জল পান করছে।

— "ও দাদু ঔগজ্বরা ফা

আমাদের জল পান করছে।

এইভাবে ডাকার পর ঔগজ্বরা ফা খুং আওয়াজ করে ডেকে উঠল। তখন সেই আওয়াজ শুনে তাউক্রকম্‌ বাঘকে বললো, 'শুনছো, শুনছো, আমার দাদুর কি ভয়ংকর আওয়াজ।" তখন বাঘ বললো 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আসুক। কত বড় তোমার দাদু আমিও দেখি। তখন তাউক্রকম্‌ আবার দাদুকে 'এস! এস! বলে দু'বার ডাকল। এরপর ঔগজ্বরা ফা এসে বাঘকে বলল — 'আম পা তংনাই অরাই তংনাই।" (যে আগে দ্বন্দযুদ্ধের ডাক দিয়েছে সেই আগে যুদ্ধ শুরু করবে।)

ঔগজ্বরা ফা আরও বলল —'এই জায়গাতে এসে, বুক ফুলিয়ে সাহস দেখিয়েছে যে, সেই প্রথম যুদ্ধ শুরু করুক।"

এরপর শুরু হলো সে এক মহাযুদ্ধ, দু'জনে কুস্তি করতে করতে একবার বাঘ উপরে যায়, একবার দাদু ঔগজ্বরা ফা নীচে পড়ে যায়। এইভাবে যুদ্ধ চলতে লাগল অনেক্ষণ না অল্পক্ষণ তা কেউ জানে না। যুদ্ধ করতে করতে বাঘটি মারা

পড়ল, তখন দাদু ঔগজ্বরা ফা ব্যঙ্গ করে বলল, 'আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আহা জিততে তো পারলই না উল্টে প্রাণটাও গেল।

জেতার আনন্দে ঔগজ্বরা ফা আত্মহারা হয়ে গেল। সে তো খুশিতে বাঘের শব দেহের উপর লাফাতে লাগল। এদিক থেকে ও দিকে আবার ওদিক থেকে এদিক। এরকম করতে করতে এক সময় বাঘের দাঁতটি ঔগজ্বরা ফা শুক্রাশয় এ লাগল। যেই না লাগল ওমনি ঔগজ্বরা ফা-র শুক্রাশয় কেটে গিয়ে মরে গেল। তখন তাউক্রকম্া সব দেখে ভয়ে চুপ করে বাঁশের উপর বসে ভয়ে কাঁপতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে সে নীচে নেমে বলতে লাগল — 'কার মাংস স্বাদ হবে? 'মুসাফার (বাঘ) মাংস স্বাদ হবে? বলে এক কামড় দিল আর এক ঢোক জল খেল।' নাকি দাদুর মাংস স্বাদ হবে? বলে আবার এক কামড় দিল আর এক ঢোক জল খেল। এই বলে সে মনের আনন্দে খেতে লাগল। খেতে খেতে মুসাফা এবং দাদুর মাংস কখন যে শেষ হল সে তো বুঝতেও পারল না। তারপর সে পেট পুরে খেয়ে বাঁশের উপরে বসতে গেল। কিন্তু যেই না সে বাঁশের উপর বসল অমনি বাঁশটা তার ওজনে ফেটে গেল। ফেটে গিয়ে তাউক্রকম্া'ও মারা গেল।'

এর পর মাখমাই বাঁশের চোঙা বাজাতে বাজাতে —

'কে তলে তলে / কে তলে

কে তলে তলে / কে তলে'

উপস্থিত হলো সেই লুঙ্গায় জল ভরার উদ্দেশ্যে।

তখন সে তাউক্রকম্ার পায়ের হাড় দেখতে পেল, দেখে সে বাঁশি ভেবে একবার বাজাল —

'তি তো তিতো

বারওয়া তিতো

তৌসামালাঙ্গই মাইজা খাদো।'

জল ভরার পর সে আবার বাজিয়ে দেখল, তখন মাখমাই ওই বাঁশির নাম দিলো বারওয়া তিতো, তারপর সে সেটা নিয়ে তার বাড়িতে ফিরে এল। ফিরে সে বাঁশিটা নকগু-তে লাল লেপ বিছিয়ে সে আবার বাঁশিটা বাজাতে লাগল।

'তি তো তিতো

বারওয়া তিতো

তৌসামালআঙ্গই মাইজা খালো হৈ হৈ।'

সে একা একাই মনের খুশীতে হৈ হৈ করতে লাগল।

এমন সময় এক দল বানর সেই বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেল — শুনে সেই বানর দলের সর্দার সবাইকে চুপ করতে বলল, — 'না না সুরটা ঠিক ভাল হচ্ছে না, "সেই বলে সবাইকে প্রস্তাব দিল বাঁশিটি নিয়ে আসার। তারপর যেমন কথা তেমনি কাজ। সেই বানরের দল মাখমাই-র কাছে গিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে লাগল। কেউ বা তার পা মালিশকরে, কেউ বা তার গা মালিশ করে, কেউ আবার মাথা মালিশ করে, আবার কেউ ল্যাজ মালিশ করে। তাই দেখে মাখমই তো খুব খুশী বানর দলের যত্নে। তখন বানরের সর্দার বলল তা তুমি তো কি সুন্দর বাঁশি বাজাতে পার, শুনলে মন ভরে যায়, তা ভাই একবার বাজাও না। তখন মাখমাই বাঁশি বাজাতে বাজাতে ঘুমিয়ে পড়ল। যেই না ঘুমিয়ে পড়ল অমনি তারা মাখমাই-এর চোখে সুমো লাগিয়ে বাঁশিটা নিয়ে গেল তাদের সর্দারের কাছে। তখন বানর সর্দার জুমের টং ঘরে বসে বাঁশি নিয়ে বাজাতে লাগল — 'তি তো বারওয়া তিতো

অফরাংমা রাই হা গ্র-গ্র-গ্র"

তখন আরেকজন বানর বলল নানা তোমারটা ঠিক হচ্ছে না, দাও আমায় দাও, বলে সে বাজাল —

'তিতো তিতো,

বারওয়া তিতো

গা লা লা লা।"

আর এদিকে তো মাখমাই এর অনেক্ষণ পর ঘুম ভাঙল। আর ঘুম ভাঙতেই চোখ খুলতে গেল। কিন্তু চোখ আর খুলতে পারল না। তখন বিকেলের দিকে তাওফিংখল সেই পথেই উড়ে যাচ্ছিল। মাখমাই বুঝতে পেরে তাওফিংখলকে অনুরোধ করল নীচে নেমে আসার জন্য। সে অনুরোধ করে বলল,

'ও বন্ধু তুমি ধর্মের বন্ধু, ধর্মের ভাইয়ের মতো একবার নীচে এস না।"

নেমে এসে তাওফিংখল জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে বন্ধু? আমি কি উপকার করতে পারি? তখন সে প্রথম থেকে বলতে লাগল কি করে সে বারওয়াতিতো পেল এবং কি ভাবে তাকে ঠকিয়ে বানররা সেটা নিয়ে গেল। সব বলার পর সে অনুরোধ করল তাওফিংখলকে তার চোখ দুটি খুলে দেওয়ার জন্য।

তখন তাওফিংখল মাখমাই - এর চোখ খোলা শুরু করল। সে জিজ্ঞেস করল —

"ঠক ঠক ঠক,

চোখ খুলেছে কি বন্ধু?

তখন মাখমাই বললো,' খুলছে না বন্ধু"

"ঠক ঠক ঠক,

চোখ খুলেছে কি বন্ধু?

তখন মাখমাই বললো,' খুলছে না বন্ধু"

"ঠক ঠক ঠক,

চোখ খুলেছে কি বন্ধু?

তখন মাখমাই বললো,' খুলছে না বন্ধু'।

তুমি বরং আমার বাঁশিটা বানরের দলের কাছ থেকে এনে দাও। তুমি যদি আমায় আমার বাঁশিটা এনে দিতে পার তাহলে আমার বরই উপকার হয়।

তখন তাওফিংখল বলল — 'কিন্তু কিভাবে চিনতে পারব তোমার বারওয়া তিতো'। তখন মাখমাই বলল বাঁশি বাজিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে, বাজাল —

'তিতো তিতো বাবওয়া তিতো

তৌসামালাঙ্গই মাইজা খাদো" আওয়াজ হবে।

সেই শুনে তাওফিংখল উড়ে গেল, উড়তে উড়তে খুঁজতে থাকল। কিছুই দেখতে পায়না কোথাও বানরের দল দেখতে পেল না। অনেক খোঁজার পর সে হঠাৎ টংঘর থেকে বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেল।

"তিতো তিতো বারওয়া তিতো গা লা লা "

তিতো তিতো বারওয়া তিতো অকমা বারবে আকসারবয়ে"

এই আওয়াজ শুনে টেন মনে মনে বলল,"এই যে, এই বানরের দল টাই হবে।"

তারপর সে নীচে উড়ে, এসে টংঘরের সাংসি ওয়ান্দা-তে গিয়ে বসল। তাওফিংখল বসে তাদেরকে জিজ্ঞেস করল।

"কি করছো তোমরা বন্ধু?'

বানররা বললো "আর কি বলব বন্ধু, আমরা এক বারওয়াতিতো পেয়ে বিপদে পড়লাম।"

পাখি বলল, ' কি বিপদ বন্ধু?

বানর বললো,'আরে আমরা এটা কেউই সুরে বাজাতে পারছি না।"

পাখি তার উত্তরে বলল, 'তাই নাকি। তা বাজাও দেখি।"

আবার বাজাল, "তিতো তিতো বারওয়া তিতো গা লালালা।"

পাখি শুনে বলল,'আমাকে যদি দাও তাহলে আমি একটু বাজিয়ে দেখতে পারি।" এই বলে সে বাজাল,

— ‘তিতো তিতো বারওয়া তিতো,

তৌসামালঙ্গই মাইজা খাদো।”

তখন বানররা শুনে তো খুব খুশী,“বাঃ বাঃ বন্ধুর সুর তো ঠিক আছে।” সেই শুনে পাখি বলল চলো বন্ধু বাইরে ওয়ান্দাতে ওখানে বাজালে ভাল সূর হবে। সেখানে গিয়ে পাখিটা আবার বাজাল।

“তিতো বারওয়া তিতো

মাইজা খাদো হৈ হৈ।”

সবাই তো পাখির বাঁশির সুরে খুব খুশী। এবার পাখিটা বলল বন্ধু যদি টং ঘরের ছাদে বসে বাজাই। তাহলে আরো ভাল সুর হবে আবার সবাইকে দেখতেও পারা যাবে। তখন বানর সর্দার রাজি হয়ে বলল, ‘ঠিক আছে, কিন্তু একটু পরে সব বানররা বলল, যদি পাখি বাঁশি নিয়ে উড়ে যায়। সেই শুনে তাওফিংখল বলল, ‘না আমি কক্ষনো এমন করব না।’ ‘যদি আমার বাড়িতে যেতেই হয় তাহলে তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাব।’ এই কথা শুনেও বানরদের ঠিক বিশ্বাস হল না। তখন তাওফিংখল আবার বলল ‘যদি তোমাদের আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তাহলে ঠিক আছে, আমার ল্যাজে সরষের তেল মাখিয়ে আস্তে করে ধরে রাখ।’

সেই শুনে বানরদের মনে আশ্বাস হল, তারা তাওফিংখলের ল্যাজে সরষের তেল মাখিয়ে চেপে ধরে রাখল। তখন তাওফিংখল আর একটি বানর ছাদে গিয়ে উপস্থিত। ছাদে যেতেই তাওফিংখল বলল ‘শোন তুমি কিন্তু আমার ল্যাজটা জোড়ে ধরে রেখ না, তাহলে আমার সুর নষ্ট হয়ে যাবে, এই বলার পর আবার বাজাতে শুরু করল —

“তিতো তিতো বারওয়া তিতো

তৌসামালাঙ্গই মাইজা খাদো হৈ হৈ।”

তখন তাওফিংখল এর বাঁশির সুর শুনে, সবাই বলাবলি করতে লাগল,

সন্ধ্যাবেলায় এমন বাঁশির সুরে পরিবেশটা মনোরম হয়ে গেল। তাপর তাওফিংখল আবার বাজাতে গেল। তখন তাওফিংখল বানরকে বলল, 'না না আমার ল্যাজে ব্যথা লাগছে। আমার সুর একদম ভাল হবে না।' তাই শুনে অন্য বানরা বলল 'না না বন্ধুর ব্যথা লাগছে শক্ত করে ধর না।' তারপর সে আবার বাজাল —

'তিতো তিতো বারওয়া তিতো

তৌসামাঙ্গাই মাইজা খাদো"

এই সুরে বাজাতে বাজাতে পাখি উড়ে চলে গেল।

তখন বাঁশি চলে যাওয়ার দুঃখে বানরা কি করবে না বুঝতে পেরে কেউ লাফিয়ে প্রাণ দিল, কেউ বাঁশের উপর থেকে ঝাপিয়ে প্রাণ পাত করল, আবার কারোর পেট কেটে মৃত্যু বরণ করল।

ওদিকে তাওফিংখল কথামতো তার বন্ধুর কাছে বাঁশি নিয়ে উপস্থিত হল। আর তারপর সে এক বিরাট ভোজ হল। আর এইভাবেই দুই বন্ধুর মিল হল, আর দুষ্ট বানরের প্রাণ গেল।

বিয়াংগমা

একসময় বিয়াংগমা ও বিয়াংগমি এক গভীর বনে এক বিশাল বড় বট গাছের উপর থাকত। অনেক বছর থেকেই তারা সেই বট গাছে বাসা বেঁধে ছিল। সেই বিয়াংগমির দুটো বাচ্চা হল। একদিন বিয়াংগমা ও বিয়াংগমি তাদের বাচ্চাদের জন্য খাবার খুঁজতে বেড়ল। তাদের আবার খাবার হল হাতি, সেই হাতি ধরতেই বেরল বিয়াংগমা ও বিয়াংগমি।

সেই বন দিয়ে যাচ্ছিল এক ব্যক্তি, সে পথ চলতে চলতে এক সময় ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন সে ওই বট গাছের তলায় বিশ্রাম করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর ওই বিয়াংগমা ও বিয়াংগমির বাচ্চারা তাকে দেখতে পেল। তারা তো দেখতে পেয়ে সাথে সাথে বলল,'তুমি এখান থেকে শিগগির চলে যাও, আমার মা-বাবা চলে আসলে তোমায় তো খেয়ে নেবে।'

তখন সেই ব্যক্তি বলল,'এই বনের মধ্যে যেখানে যাব সেখানেই তো বিপদ। কোথায় আর যাব? তার চেয়ে তোমাদের বাবা-মা আমায় যদি খায় তাহলে খাবে।"

এই বলে সে সেখানেই বিশ্রাম নিতে লাগল। আর সেখানেই থাকতে লাগল। একদিন একটি বিরাট বড় সাপ সেই বট গাছের তলায় আসল। সেই দেখে তো বাচ্চাগুলো ভয়ে কাঁপতে লাগল। তখন সেই ব্যক্তিটি বলল, 'ভয় পেয় না, আমি আছি।'

বাচ্চাগুলো বলল,'তুমি কি করবে? ওই সাপটা তো তোমাকেই খেয়ে নেবে'।

তখন সে আবার বলল,'না না আমায় কিছুই করতে পারবে না। তোমরা কোন ভয় পেয় না, আমি আছি।"

তারপর সাপটা আস্তে আস্তে গাছের ডালে উঠতে থাকল। যেই না সাপটা বাচ্চাদের খেতে গেল, অমনি সেই ব্যক্তিটি সাপটাকে টুকরো টুকরো করে কেঁটে ফেললো। তারপর বাচ্চারা তো খুব খুশী হল। তারা তখন বন্ধু হয়ে গেল। সেই বাচ্চারা তখন বলল, 'আমাদের খুব খিদে পেয়েছে।'

সেই শুনে সে তাদেরকে সাপের মাংস খেতে দিল। তারপর তারা বন্ধুকে বলল, 'আমরা যতক্ষণ না মানুষের মাংস খাব ততক্ষণ আমরা তো উড়তে পারব না।"

এই কথা শুনে তাদের বন্ধু তার এক খন্ড মাংস কেঁটে তাদেরকে খেতে দিল। মানুষের মাংস খেয়ে তাদের অনেক শক্তি হল। তারা তখন তাদের ডানা নাড়তে লাগল। আর তখন তাদের বন্ধুকে বললো,'বন্ধু !বন্ধু ! তুমি আমাদের পিঠে বস।

তাদের বন্ধু তখন পিঠে উঠে বসল। তারপর তারা তাকে নিয়ে বট গাছের চারদিকে উড়তে থাকল।

কিছুক্ষণ পর তারা আবার তাদের বাসায় ফিরে আসল।

বাচ্চা দুটি বলল,'বন্ধু আজ তোমার জন্যই আমরা উড়তে পারছি। তুমি আমাদের অনেক উপকার করেছ। এবার আমাদেরও তোমার উপকার করা উচিত।'

তারা বুঝতে পারল, তাদের মা-বাবার ফেরার সময় হয়ে গেছে, তাই তারা তখন বলল, 'এবার তো আমাদের মা-বাবার আসার সময় হল। তারা তোমাকে দেখলেই খেয়ে নেবে, তাই বন্ধু তুমি আমাদের ডানার নীচে লুকিয়ে থাক।'

এই বলে তারা তাকে লুকিয়ে রাখল।

কিছুক্ষণ পরে বিয়াংগমা ও বিয়াংগমি বাড়ির দিকে আসতে লাগল। তারা বট গাছের কাছাকাছি এসে, তাদের বাচ্চার কোন সাড়া শব্দ পেল না। তখন তারা ভাবল নিশ্চই তাদের কোন বিপদ হয়েছে। এই ভেবে তাদের শিকার করা দুটো পাখি মুখ থেকে ফেলে তাড়াতাড়ি আসতে লাগল। তারপর তারা বট গাছে এসে বসল। তারা দেখল তাদের বাচ্চারা খুব ভাল আছে। তাই তারা জিজ্ঞাসা

করল, 'আজ তোমাদের কোন সাড়া শব্দ পেলাম না। কি ব্যাপার?' তখন তারা সেই বড় মরা সাপটি দেখিয়ে বলল, 'ঔই দেখ সাপটা আমাদের খেতে এসেছিল।'

তখন বিয়াংগমা ও বিয়াংগমি জিজ্ঞাসা করল, 'এই বিপদ থেকে কে রক্ষা করল তোমাদের?'

বাচ্চারা বলল,'তোমরা তো তাকে দেখলে খেয়ে নেবে।'

বিয়াংগমা ও বিয়াংগমি বলল, 'না না আমরা তাকে খাব না। সে আমার বাচ্চাদের বাঁচাল। আমরা তাকে খাই কি করে? বাচ্চারা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা তাহলে কথা দাও তোমরা খাবে না।'

বিয়াংগমা ও বিয়াংগমি তখন কথা দিল। তখন বাচ্চারা তাদের ডানা থেকে তাদের বন্ধুকে বেরিয়ে আসতে বলল। তারপর বাচ্চারা বিয়াংগমা ও বিয়াংগমিকে বলল,'আমরা এখন উড়তেও পারি। আমাদের বন্ধু তার মাংস কেঁটে খেতে দিয়েছে। ' এই বলে তারা আবার বট গাছের চারিদিকে উড়তে লাগল।

তাই দেখে বিয়াংগমা ও বিয়াংগমি ভীষণ খুশী হল। তারা তখন বলল, 'আজ থেকে তুমিও আমাদের ছেলে হলে।' তারা তখন আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তা তুমি এই গভীর বনে কি করে এলে? সে তখন মনের দুঃখে বলল, 'রাজা আমায় সূর্য গাছের শিখড় আনতে হুকুম দিয়েছে। না নিয়ে গেলে আমায় মেরেই ফেলবে।' তাই শুনে বিয়াংগমা ও বিয়াংগমি সূর্য গাছের শিখড় এনে দিল। আর বলল তুমি যেখানেই থাক তোমার কোন বিপদ হলে আমাদের স্মরণ কর। আমরা সব সময় হাজির হব তোমাকে রক্ষা করতে। এই বলে বিয়াংগমা ও বিয়াংগমি তাকে আবার বাড়ি পাঠিয়ে দিল। আর এখানেই গল্প শেষ হল।

পাইখা

চুবু ওয়াইস্‌করি হা

সে অনেক যুগ আগের কথা, এক গ্রামে এক বিধবা মহিলা তার ছয় ছেলের সাথে বাস করত। একদিন সে তাদের গ্রামের পাশের ছড়ায় স্লাম দিয়ে মাছ ধরতে গেল। সে বাড়ি ফেরার সময় চুবুম্‌ক্ষী নিয়ে এল। সে চুবুম্‌ক্ষী রান্না করে তার ছয় ছেলেকে খেতে দিল। তখন তার ছেলেরা তার মাকে বলল,'মা যদি এই চুবুম্‌ক্ষীর এত স্বাদ হয় তাহলে সাপটি কতই না ভাল হবে খেতে ।' তখন তাদের মা বললো,'হ্যাঁ তা ঠিক'।

তার ছেলেরা আবার তার মাকে জিজ্ঞাসা করল,' মা তুমি এই চুবুমক্ষী কোথায় পেলে?' তার মা বলল, 'আমি মাছ ধরে আসার সময় পথের ধারে দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছি।' সেই শুনে ছয় ভাই ঠিক করল তারা সেই সাপটিকে কেটে খাবে। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ।

পরেরদিন ভোরবেলায় তারা ছয় ভাই ঘুম থেকে উঠে নউখাই তৈরী করল। তারপর তারা খাওয়া-দাওয়া করে সেই সাপের খোঁজে বেড়িয়ে পড়ল। তারা যায় আর যায়, পথ আর শেষ হয় না। কত গ্রাম, কত পাহাড়, কত ছড়া, কত নদী, কত জঙ্গল তারা পেরলো তা কেউ জানে না। এইভাবে অনেকদিন না অল্পদিন তা কেউ জানে না। একদিন তারা জঙ্গলের মধ্যে যেতে যেতে ভয়ংকর এক আওয়াজ শুনতে পেল। সেই আওয়াজ শুনে ছয় ভাই এক সাথে এগিয়ে গেল সেই শব্দের দিকে। তারা যত এগোতে লাগল, তত জোরে আওয়াজ শুনতে পেল। তারা ভয় না পেয়ে আরো এগিয়ে যেতে লাগল। তারপর আরো কিছুদূর যেতেই বুঝতে পারল এ তো সাপের আওয়াজ। এত জোরে সাপের আওয়াজ! তখন ছয় ভাই একে অপরের সাথে বলতে লাগল, এ নিশ্চই সেই সাপ। তারা আরো জঙ্গলের ভিতরে যেতে লাগল, যেতে যেতে সেই সাপের কাছে গিয়ে পৌঁছাল। সেখানে গিয়ে দেখে সে এক বিশাল সাপ। তারা একটুও ভয় না পেয়ে সেই সাপকে বলল, 'আমরা তোমার সাথে যুদ্ধ করব।'

সাপটা শুনে তো হাসতে লাগল। সেই সাপটা তখন বলল, 'ঠিক আছে তাহলে প্রস্তুত হও।'

তখন ছয় ভাই প্রস্তুত হয়ে সেই সাপকে যুদ্ধ শুরু করতে বলল। তখন সেই সাপ এক মস্ত বড় হা করল। তার এত বড় হা যে সেটি আকাশ ছুয়ে গেল। সে এক হা-তেই ছয় ভাইকে খেয়ে ফেলল।

ওইদিকে তো বিধবা মা তার ছয় ছেলের জন্য অপেক্ষা করে থাকল। কিন্তু দিন যায়, মাস যায় তার ছেলেরা আর ফেরে না। সেই দুঃখে সে সারাদিন কাঁদে আর কাঁদে। সারাদিন মনমরা হয়ে থাকে আর ছেলেদের কথা ভাবে।

একদিন সে সকালবেলা ঘর ঝাড় দিচ্ছিল, ঝাড় দিতে দিতে সে একটি

সুপারী দেখতে পেল। সেই সুপারিটি সে তার কোমরে রেখে দিল।

সেই সুপারি থেকে বিধবা মহিলা গর্ভবতী হল এবং একটি ছেলে হল। গ্রামের সবাই তাকে দেখতে আসল। তারা তখন তার নাম জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ছেলের নাম কি? তখন সে বললো, 'ওয়াইখেংরা।' তারপর সে আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল। যখন সে একটু বড় হল সে তার বন্ধুদের সাথে খেলতে যেত। সে বন্ধুদের সাথে খেলায় হেরে গেলেই তারা তাকে ব্যঙ্গ করে বলত, 'তুমি হলে তোমার ভাইয়ের মতো। না পার খেলতে না পার সাপ মারতে। তুমি যাবে সাপের পেটে।'

এইভাবে তাকে সবাই বলতো। একদিন সে খুব রেগে বাড়িতে ফিরে তার মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'সবাই আমায় কেন বলে, তুমি হলে তোমার ভাইয়ের মতো। না পার খেলতে না পার সাপ মারতে। তুমি যাবে সাপের পেটে।'

তখন তার মা সেই বিশাল সাপের কথা বলল, কিভাবে সেই সাপ তার ছয় ভাইকে খেয়ে নিয়েছে।

তখন ওয়াইখেংরা বলল, 'চিন্তা করো না মা, আমি আমার ছয় ভাইকে সাপের সাথে যুদ্ধ করে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।' এই বলে সে সাপের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগল। একদিন ভোরবেলায় উঠে সে সারা গায়ে ধারাল অস্ত্র বেঁধে নিয়ে, মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেই সাপের খোঁজে। কত গ্রাম, পাহাড়, কত ছড়া, কত নদী, কত জঙ্গল সে পেরল তা কেউ

জানে না। সে যায় আর যায়, পথ আর শেষ হয় না।

এইভাবে অনেকদিন না অল্পদিন তা কেউ জানে না। একদিন সে এক বিশাল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ভয়ংকর এক আওয়াজ পেল। সেই আওয়াজ শুনে সে এগিয়ে গেল সেই শব্দের দিকে। সে যত এগোতে লাগল, তত জোরে আওয়াজ শুনতে পেল। সে ভয় না পেয়ে আরো এগিয়ে যেতে লাগল। তারপর আরো কিছুদূর যেতেই বুঝতে পারল এ তো সাপের আওয়াজ। এত জোরে সাপের আওয়াজ শুনে সে বুঝতে পারল এটা নিশ্চই সেই সাপ যে আমার ছয় ভাইকে খেয়েছে। সে আরো জঙ্গলের ভিতরে যেতে লাগল, যেতে যেতে সেই সাপের কাছে গিয়ে পৌঁছাল। সে সাপের কাছে গিয়ে বলল, 'আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করতে চাই।' তখন সেই সাপ এক মস্ত বড় হা করল। তার বিশাল বড় হা আকাশ ছুয়ে গেল। যেই না হা করল অমনি ওয়াইখেংরা সাপের মুখের ভিতরে ঢুকে গেল। আর তার গায়ে ধারাল অস্ত্রের ধারে সাপের মাথা কেটে গেল।

তখন সে তার ছয় ভাইয়ের হার দেখতে পেল। সেই হার দেখতে পেয়ে সে অমৃত জল ছিটিয়ে দিল।

অমৃত জল ছিটিয়ে দিতেই তারা ছয় ভাই বেঁচে উঠল।

তারপর তারা সেই বিশাল সাপের মাংস ঝুড়িতে নিয়ে ছয় ভাই বাড়ির পথে যেতে লাগল। তারা তাদের ছোট ভাইকে চিনতেও পারল না আর জানতেও পারল না যে সেই ছোট ভাই যে তাদের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে।

তারা তাদের সেই ডিঙিতে করে নদী পার হতে লাগল। ওয়াইখেংরা তার ছয় ভাইয়ের সাতে এক

ডিঙিতেই নদী পার হচ্ছিল। ওয়াইখেংরাকে তারা চিনতে না পেরে তাকে নদীতে ফেলে দিল।

তারপর ছয় ভাই গ্রামে ফেরার জন্য কত গ্রাম, কত পাহাড়, কত ছড়া, কত নদী, কত জঙ্গল অতিক্রম করল। এইভাবে অনেকদিন না অল্পদিন তা কেউ জানে না।

সে অনেক পথ পেরিয়ে অনেকদিন পর তারা তাদের গ্রামে এসে পৌঁছাল। তারা বাড়ি ফিরতেই তাদের মা তো আদর করে ছয় ছেলেকে ঘরে তুলে নিল। সে তার ছোট ছেলের কথা ভুলেই গেল। অনেক কথার পর তাদের মায়ের খেয়াল হলো। সে তখন তার ছেলেদের ছোট ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের ছোট ভাই কোথায়?'

তখন ছয় ছেলে বুঝতে পারল যে যাকে তারা ফেলে দিয়েছে নদীতে সেই তাদের ছোট ভাই। তারা সবাই চুপ করে থাকল।

তার মা বুঝতে পেরে কাঁদতে লাগল আর বলতে লাগল, কিভাবে তার ছোট ভাই সাহস করে সাপের সাথে যুদ্ধ করতে গেছিল, তাদের সেই বাঁচিয়েছে।

মা কাঁদতে থাকল, ঠিক সেই সময় তার ছোট ছেলে ফিরে এল। তখন সেই বিধবা মা ছোট ছেলেকে দেখে ভীষণ খুশী হল। সে তার ছয় ছেলের সাথে ছোট ছেলের পরিচয় করিয়ে দিল। এইভাবেই গল্প শেষ হল।

দরিদ্রহা

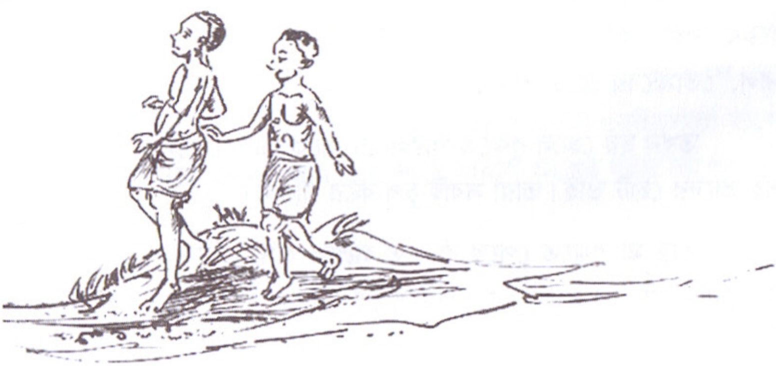

সে অনেক কাল আগের কথা, একটি গ্রামে কাঠুরিয়া নামক এক ব্যক্তি তার পুত্র দরিদ্রহা কে নিয়ে বাস করত। সেই গ্রামের কাস্‌কাউ রাজার বিশাল প্রতিপত্তি ছিল। কাসকাউ রাজা তার একমাত্র কন্যাকে নিয়ে বাস করত। রূপের গর্বে তার এক মাত্র কন্যার ভীষণ অংহকার ছিল। সে কাউকে দর্শন দিত না। খুব অনুরোধ করলে সে দেখা দেয় কিন্তু তার এক আঙ্গুল দেখার জন্য এক হাজার মুদ্রা। তাই গ্রামের সাধারণ মানুষ রাজকুমারিকে দেখার সৌভাগ্য কোনদিন করে উঠতে পারেনি। গ্রামের প্রত্যেক মানুষই রাজকুমারির রূপ নিয়ে জল্পনা কল্পনা করে কিন্তু কার সাধ্যি তাকে দেখা। তার রূপের অহংকারের কারণে সবাই তার রূপের কথা ভাবে। দূর দূরান্ত থেকে সবাই রাজকুমারিকে দেখতে আসে। কিন্তু শুধুমাত্র ধনীদেরই অহংকারী রাজকুমারি কয়েক আঙ্গুল দেখার সৌভাগ্য করে

দেয়। একদিন কাঠুরিয়া ও তার পুত্র পথে যেতে যেতে অহংকারী রাজকুমারির কথা আলোচনা করতে লাগল। দরিদ্রহার মনেও আর সবার মতোন রাজকুমারিকে দেখার বড়ই ইচ্ছা হল কিন্তু সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমাদের মতন দরিদ্র কি করেই বা রাজকুমারিকে দেখবে। তার এক আঙ্গুল দেখবার জন্য এক হাজার মুদ্রা তাহলে তাকে দেখতে গেলে কত হাজার মুদ্রা লাগবে?' তাদের এই কথোপকথ ন এক ব্যক্তি শুনতে পেল। সে শুনতে পেয়ে দরিদ্রহা কে বলল, 'তা তুমি দেখতে চাও রাজকুমারিকে?

সে বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু আমার মতো দরিদ্রের কি আর সেই ভাগ্য আছে যে রাজকুমারি কে দেখব!'

সেই ব্যক্তি একটু ভেবে বলল,'আমার কথা শুনলে আমি তোমাকে দেখাতে পারি রাজকুমারিকে। তবে হ্যাঁ, আমার সব কথা তোমায় শুনতে হবে। যেমন ভাবে আমি বলব ঠিক তাই তাই তোমায় করতে হবে। রাজি থাকলে বল।' সেই শুনে দরিদ্র হা তৎক্ষনাৎ রাজি হয়ে গেল। সেই ব্যক্তি একটু হেসে বলল, 'ঠিক আছে আমি তোমায় রাজকুমারির সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেব।'

এরপর তারা রাজার কাছে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল। তারপর একদিন ভোরবেলা দুজনে বেরিয়ে পড়ল। কত পথ কত ছড়া পেরল। যেতে যেতে শেষমেশ এসে পৌঁছাল কাসকাউ রাজার বাড়িতে। পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা নেমে আসল। তারা রাজার বাড়িতে উঠে রাজার সাথে দেখা করার জন্য তলব

দিল। তারপর তাদেরকে রাজার কাছে নিয়ে গেল সিপাহী। সেই ব্যক্তি কাস্‌কাউ রাজাকে বলল,'মহারাজ আপনার কন্যার রূপের কথা দূর দূর গ্রামের লোকও জানে। তাই আমরা আপনার কন্যাকে দেখতে এসেছি।'

সেই কথা শুনে রাজা তো ভারী খুশী হয়ে গেল। সে তৎক্ষনাৎ তার দাস দাসীদের হুকুম দিল তাদেরকে যত্ন করতে এবং তাদের রাতের খাওয়া ও শোয়ার ব্যবস্থা করতে।'

রাজা বললেন, 'আজ তো অনেক রাত হয়ে গেল। আজ আর রাজকুমারির সাথে দেখা করা যাবে না, কাল সকালে দেখা হবে। তোমরা অনেকদূর থেকে এসেছ তাই আজ বিশ্রাম নাও। কাল কথা হবে।'

তারপর রাজার দাসীরা তাদেরকে ঘর খুলে দিল আর একটি পাঠা দিয়ে বলল, তোমরা রেঁধে খাও।

তারপর সেই দাসী ঘর থেকে যাওয়ার পর, দরিদ্রহার বন্ধু বুদ্ধি ভাবতে লাগল। কি করে তারা রাজকুমারিকে দেখতে পারবে। অনেক ভেবে ভেবে সে বুদ্ধি করল তারপর সে দরিদ্রহা কে বলল, 'আমি এক বুদ্ধি ভেবেছি, আমি যেমন বলব ঠিক তেমনই করবে'।

এই বলে সে দা-এর উল্টোদিক দিয়ে পাঠা কাটতে লাগল। পাঠাটা চিৎকার করতে লাগল। তখন সেই বন্ধু আর দরিদ্র হা জোরে জোরে বলতে লাগল, 'এবার কি হবে? কি করে খাব?

বন্ধু বলল, 'না এ পাঠা তো কাটাই যাচ্ছে না, তা কাটব কি করে?'

দরিদ্র হা বলল, 'হ্যাঁ, আজ দেখছি না খেয়েই থাকতে হবে, খাওয়া আর হবে না।'

ওই দিকে রাজার বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু রাজকুমারি তার বিছানায় শুয়ে কি সব ভাবছিল। ঠিক সেই সময় সে পাঠার চিৎকার আর দরিদ্র হা ও তার বন্ধুর কথোপকথন শুনতে পেল। সে শুয়ে শুয়ে ভাবল, 'আহা, এতদূর থেকে এসেছে সত্যি তো না খেয়ে থাকবে।' তার মায়া হল, সে তখন

বিছানা থেকে উঠে তাড়াতাড়ি তাদের কাছে গেল। রাজকুমারি সেখানে গিয়ে তাদেরকে ছাগল কাটা দেখাতে লাগল। দেখাতে দেখাতে সে পুরো পাঠা কেটে দিয়ে বলল, 'নাও এবার তোমরা রেধে খাও।'

এই বলে সে চলে গেলা। সে যাওযার পর চালাক বন্ধুটি দরিদ্র হাকে বললো, 'কি বন্ধু তোমায় বলেছিলাম না, রাজকুমারিকে দেখাব, দেখলে তো? ভালো করে দেখলে তো?

দরিদ্র হা তো খুব খুশি।

তারপর চালাক বন্ধুটি বললো, "এবার আমি যেমনভাবে বলব ঠিক সেইভাবে করবে।" এই বলে সে উনুনে উল্টো করে কড়াই বসাতে বলল দরিদ্রহাকে। সে ঠিক তাই করল। তারপর চালাক বন্ধু জোরে জোরে বলতে লাগল, "হায়! হায়! সব তেল তো পড়েই যাচ্ছে রান্না হবে কিভাবে আজ।" তখন দরিদ্র হা বলতে লাগল, "আজ দেখছি না খেয়েই থাকতে হবে, খাওয়া আর হবে না।"

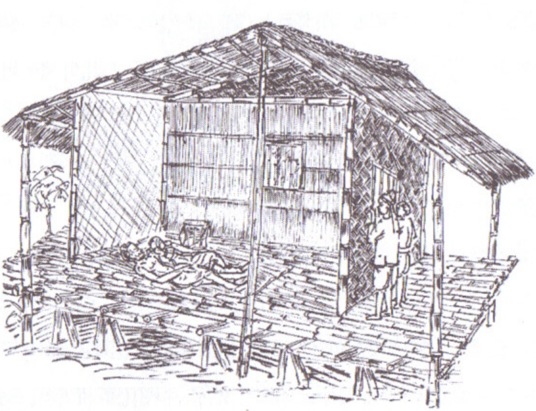

রাজকুমারি তাদের সব কথা শুনতে পেলো, সে তখন আবার মনে মনে ভাবতে লাগল, 'আহা! তাই তো কি করে রান্না করবে তারা।' এইভেবে সে তাদের ঘরে এসে কড়াই সোজা করে বসিয়ে, তেল ঢেলে, রান্না করে দিল। রাজকুমারি তাদেরকে খেতে বলল। এই বলে সে তার নিজের ঘরে ফিরে গেল। কিন্তু চালাক বন্ধু আবার বুদ্ধি ভাবতে লাগল, কি করে রাজকুমারিকে আনা যায়। ভাবতে ভাবতে চালাক বন্ধু দরিদ্রহা কে বলল বন্ধু

তুমি খাবার মুখে না দিয়ে নাকে, গালে দাও। সেই মতোন দরিদ্রহা তার আহারের গ্রাস নাকে, গালে, গলায় দিতে লাগল। সেই সুযোগে চালাক বন্ধু জোরে জোরে বলতে লাগল, 'কি হবে, কি করে খাবো আমরা, গ্রাস মুখে ঢুকছে না।' দরিদ্র হা বলতে লাগল, 'এবার কি হবে, আজ সারা রাত না খেয়েই থাকতে হবে।'

রাজকুমারি আবারও সব কথা শুনতে পেল, সে এবার মনে মনে ভাবল, এরা তো দেখি কোন কাজই পারে না। সে আবার তাদের কাছে গিয়ে তাদের নিজের হাতে খাইয়ে দিল। আর তাদের জন্য বিছানাও করে দিল। সে তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল, বেরিয়ে সে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু চালাক বন্ধু বুঝতে পারল, তাই সে বুদ্ধি করে দরিদ্র হার সাথে কুস্তি শুরু করল। কুস্তি করতে করতে বিছানাই ভেঙ্গে ফেলল। রাজকুমারি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল, শেষে না পেরে ঘরে ঢুকল এবং তাদের শুয়ে পড়তে বলল। তখন তারা তাকে শুয়ে দেখাতে বলল। তখন রাজকন্যা তাদের বিছানায় শুয়ে পড়ল। তাই দেখে তারাও রাজকুমারির পাশে শুয়ে পড়ল। চালাক বন্ধুটি গল্প বলতে লাগল, সেই শুনে রাজকুমারি ঘুমিয়ে পড়ল। তখন চালাক বন্ধুটি আস্তে আস্তে মহারাজের কাছে গিয়ে ডাকতে লাগল। সে মহারাজকে গিয়ে বলল যে রাজকুমারি এক পুরুষের সাথে শুয়ে আছে। মহারাজ তখন রেগে বলল, 'এ কথা সত্যি না হলে তোমায় শুলে চড়াব। চালাক বন্ধু বলল, 'মহারাজ আমি যদি ভুল বলি তাহলে যা শাস্তি দেবেন তাই মাথা পেতে নেব।' তারপর মহারাজ সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখল যে সত্যিই। রাজকুমারি আর দরিদ্রহা এক বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। সেই দেখে তো কাসকাউ রাজার মাথায় হাত। রাজা মনে মনে ভাবতে লাগল এবার কি হবে, রাজার চিন্তা দেখে চালাক বন্ধু তাকে পরামর্শ দিয়ে বলল, "মহারাজ চিন্তা করে আর কি করবেন, আপনি বরং দু'জনের বিয়ে দিয়ে দিন।" মহারাজ রাগে অভিমানে, দুঃখে তার কন্যাকে বলল, 'তুমি সেই পুরুষের সাথে বিবাহ কর, আর তার সাথেই চলে যাও।'

তারা একসাথে সুখে সংসার করতে লাগল, আর মহারাজও পরে তাদের বিয়ে মেনে নিল।

বুদ্ধি মন্ত্র হা

সে বহু যুগ আগের কথা, বুদ্ধি মন্ত্র হা নামে এক ঢোল বাদক ছিল। সে স্বর্গের ঢোল বাদক। তার বাজনা শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত। একদিন ইন্দ্রের সভায় ইন্দ্রের কন্যার নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। সেদিন সভায় সবাই উপস্থিত হল। ঠিক সময় ইন্দ্রের কন্যার নৃত্যানুষ্ঠান শুরু হল। বুদ্ধি মন্ত্র হা ঢোল বাজাতে বাজাতে অন্যমনষ্ক হয়ে গেল। তাই তার নাচের তাল ভুল হয়ে গেল। ইন্দ্র্যের কন্যার নাচের তালও ভুল হয়ে যাওয়াতে সে ভীষণ রেগে

গিয়ে বুদ্ধি মন্ত্র হাকে অভিশাপ দিল, 'আজ থেকে তুমি পৃথিবীতে থাকবে।'

তারপথেকে সে পৃথিবীতে বাস করতে লাগল। সেই সময় পৃথিবীতে রাজা ছিল আদুম বাসাই। একদিন লাল বাহাদুর বাসাই রাজ্যে একজনের বিয়ে খেতে গেল। সেই বিয়ে বাড়িতে লালবাহাদুর বাসাই-এর সাথে বুদ্ধি মন্ত্র হার পরিচয় হল এবং বন্ধুত হয়ে গেল। কথা বলতে বলতে লাল বাহাদুর তার বন্ধু বুদ্ধি মন্ত্র হাকে জিজ্ঞেস করল, 'বন্ধু তুমি এখন কোথায় যাবে? কোথায় থাকো তুমি?

তখন বুদ্ধি মন্ত্র হা বলল, কোথায় আর যাব! আমার তো কোন থাকার ঠিক নেই, আর যাওয়ার জায়গাও নেই।' এই শুনে লাল বাহাদুর বাসাই বলল, ঠিক আছে বন্ধু, তোমার কোন চিন্তা নেই, আজ থেকে তুমি আমার সাথে আমার বাড়িতে থাকবে।'

এই বলে সে তার বাড়িতে নিয়ে গেল, সেখানেই বুদ্ধি মন্ত্র হা বসবাস করতে লাগল। একবার তারা দুজনে ঠিক করল, যে না এইভাবে নিজের রাজ্যে থাকতে আর ভাল লাগছে না। তাই তারা অন্য রাজ্যে যাবে বলে ঠিক করল এবং সেখানে গিয়ে লালবাহাদুরের জন্য মেয়ে দেখবে। তারা পাশের রাজ্যে গেল সেই রাজার কন্যার সাথে ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর লালবাহাদুর ও বুদ্ধি মন্ত্র হা

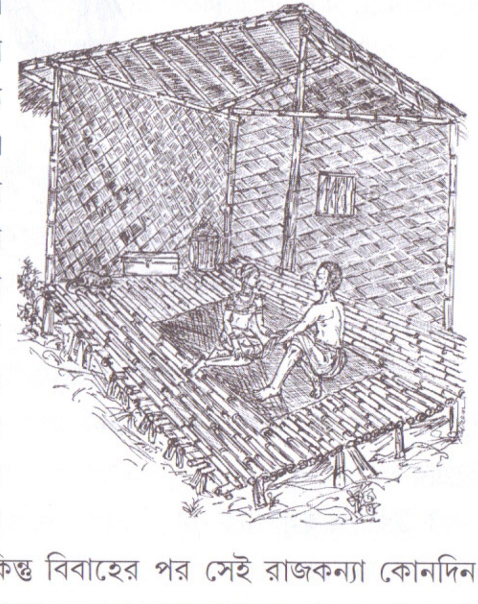

সেখানেই থাকতে লাগল। কিন্তু বিবাহের পর সেই রাজকন্যা কোনদিন লালাবাহাদুরের সাথে রাত্রি বাস করল না। লালবাহাদুর তার দুঃখের কথা

পরম বন্ধু বুদ্ধি মন্ত্র হাকে বলল। তারপর থেকে তারা দুজনেই ভাবতে লাগল কেন এরকম হল।

এইভাবে একদিন না অনেকদিন, কেউ জানে না। একদিন বুদ্ধি মন্ত্র হা তার বন্ধুর কষ্ট দেখে এক বুদ্ধি বার করল। সে বিড়াল রূপ ধারণ করে রাজকন্যার ঘরে লুকিয়ে থাকল। সেদিন ঠিক রাত বারোটার সময় স্বর্গের ঘোড়া চালক তার ঘরে এসে উপস্থিত। সেই দেখে বুদ্ধি মন্ত্র হা তো অবাক হয়ে গেল। তারা দু'জনে গল্প গুজব করতে থাকল, তারপর ভাত খেয়ে সে চলে গেল।

তখন সে মনে মনে বুঝতে পারল যে কেন রাজকন্যা লালবাহাদুরের সাথে রাত্রি বাস করে না। বুদ্ধি মন্ত্র হা তখন বুদ্ধি ভাবতে লাগল কি করা যায়।

বেশ কিছুদিন পর, বুদ্ধি মন্ত্র হা ইঁদুরের রূপ ধরে আবার রাজকন্যার ঘরে গেল। সে চুপ করে বসে থাকল। রাজকন্যা রোজের মত সেদিনও রান্না করে ঘরে নিয়ে আসল। যেই না রাজকন্যা ঘর থেকে বেরলো, ওমনি ইঁদুর রূপী বুদ্ধি মন্ত্র হা সব রান্না করা খাবার সে তার বন্ধু লালবাহাদুরের কাছে নিয়ে আসল। তারপর তারা দু'জনে মিলে সে খাবার খেয়ে নিল।

ওই দিকে রাত বারোটার সময় রাজকন্যার ঘরে সেই স্বর্গের ঘোড়া চালক এল রাজকন্যা তাকে খেতে দিতে গিয়ে দেখল যে কোন খাবার নেই। তারা দুজনেই অনেক খোঁজাখুঁজি করল কিন্তু কিছুই পেল না। সেদিন রাতে তারা না খেয়েই থাকল। পরের দিন বুদ্ধি মন্ত্র হা তার বন্ধুকে বলল, 'বন্ধু, আজ যেভাবেই হোক তুমি রাজকন্যার ঘরে রাত্রিবাস করবে এবং এক বিছানায় ঘুমাবে।' বন্ধু বলল, 'ঠিক আছে, কিন্তু যদি আমার বউ না ঘুমাতে দেয়, ভয় দেখায়?' তখন বুদ্ধি মন্ত্র হা বলল, 'তোমাকে ভয় দেখালেও তুমি ভয় পেয় না, আমি তোমায় বাঁচিয়ে দেব।'

সেদিন রাত্রে লাল বাহাদুর, বন্ধুর কথামত তার বৌ-এর ঘরে ঘুমাতে

গেল। তার বৌ তো দেখেই তাকে ঘর থেকে যেতে বলল। কিন্তু সে কিছুতেই যেতে রাজি হল না। রাজকন্যা অনেক ভয় দেখাল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষমেশ রাজকন্যা তার সৈন্যদের হুকুম দিল লালবাহুদুরকে মেরে ফেলতে। সৈন্যরা রাজকন্যার হুকুম মতো তাকে মেরে ফেলল।

পরের দিন সকালে বুদ্ধি মন্ত্র হা অপেক্ষা করতে থাকল তার বন্ধুর জন্য। তার বন্ধু আর ফেরে না, সে চিন্তা ক রতে থাকল। সকাল গড়িয়ে দুপুর হল; কিন্তু তার বন্ধু আর ফিরল না। তারপর বুদ্ধিমন্ত্র হা ইঁদুরের রূপ ধরে লাল বাহাদুরকে খুজতে বেরোল। সে অনেক্ষণ খোজাখুজি করতে থাকল, কিন্তু কোথাও খুজে পেল না। তারপর সে খুঁজতে খুঁজতে রাজবাড়ির জঙ্গলে এসে পৌঁছাল। সেখানে সে তার বন্ধু লাল বাহাদুর কে মৃত অবস্থায় পেল, তাই দেখে সে তার উপর অমৃত জল ছিটিয়ে দিল। অমৃত জল ছিটিয়ে দিতেই তার বন্ধু বেঁচে উঠল। তখন তারা দুই বন্ধু সেখান থেকে ঘরে ফিরে গেল সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তারা রাজবাড়ির উঠানে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। লালাবাহাদুরকে দেখেই রাজকন্যা অবাক হয়ে গেল। সে তখন লালবাহাদুরকে ভাত খেতে ডেকে পাঠাল। বুদ্ধি মন্ত্র হার বুদ্ধিতে সে তখন ভাত খেতে গেল, এবং ভাত খেয়ে সে ফিরে এল।

সেদিন রাত্রে বুদ্ধি মন্ত্র হা আবার ইঁদুরের রূপ ধরে আবার রাজকন্যার ঘরে গেল। সে চুপ করে বসে থাকল। রাজকন্যা রোজের মতো সেদিনও রান্না করে ঘরে নিয়ে আসল। যেই না রাজকন্যা ঘর থেকে বেরোল, ওমনি ইঁদুর রূপী বুদ্ধি মন্ত্র হা সব রান্না করা খাবার সে তার বন্ধু লালবাহাদুরের কাছে নিয়ে আসল। তারপর তারা দুজনে মিলে সে খাবার খেয়ে নিলো। ওইদিকে রাত বারোটার সময় রাজকন্যার ঘরে সেই স্বর্গের ঘোড়া চালক এল। রাজকন্যা তাকে খেতে দিতে গিয়ে দেখল যে কোন খাবার নেই। তারা দুজনেই অনেক খোঁজাখুঁজি করল কিন্তু কিছুই পেল না। সেদিন রাতে তারা না খেয়েই থাকল। পরের দিন সকালে সে আবার তার বন্ধুকে বলল,‘ বন্ধু, আজ যেভাবেই হোক তুমি রাজকন্যার ঘরে রাত্রি বাস করবে এবং এক বিছানায় ঘুমাবে।’

বন্ধু বলল,'ঠিক আছে, কিন্তু যদি আমার বউ না ঘুমাতে দেয়, ভয় দেখায়?'

তখন বুদ্ধি মন্ত্র হা বলল,'তোমাকে ভয় দেখালেও তুমি ভয় পেয় না, আমি তোমায় বাঁচিয়ে দেব।'

সেদিন রাত্রে লাল বাহাদুর, বন্ধুর কথামতো তার বৌ-এর ঘরে ঘুমাতে গেল। তার বৌ তো দেখেই তাকে ঘর থেকে চলে যেতে বললো। কিন্তু সে কিছুতেই যেতে রাজি হল না। রাজকন্যা অনেক বয় দেখাল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষমেশ রাজকন্যা তার সৈন্যদের হুকুম দিল লালবাহুদুরকে মেরে ফেলতে। সৈন্যরা রাজকন্যার হুকুম মতোন তাকে মেরে ফেলল। পরের দিন সকাল থেকে বুদ্ধি মন্ত্র হা অপেক্ষা করতে থাকল তার বন্ধুর জন্য। তার বন্ধু আর ফেরে না, সে চিন্তা করতে থাকল। সকাল গড়িয়ে দুপুর হল, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। কিন্তু তার বন্ধু আর ফিরল না। তারপর বুদ্ধি মন্ত্র হা ইঁদুরের রূপ ধরে লাল বাহাদুরকে খুঁজতে বেড়োল। সে অনেকক্ষণ খোঁজাখোঁজি করতে থাকল, কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না। তারপর সে খুঁজতে খুঁজতে রাজবাড়ির জঙ্গলে এসে পৌঁছাল। সেখানে সে তার বন্ধু লাল বাহাদুরকে মৃত অবস্থায় পেল, তাই দেখে সে তার উপর অমৃত জল ছিটিয়ে দিল। অমৃত জল ছিটিয়ে দিতেই তার বন্ধু বেঁচে উঠল। তখন তারা দুজনেই ঘরে ফিরে আসল।

পরেরদিন সকালে বুদ্ধি মন্ত্র হা তার বন্ধুকে বলল, 'বন্ধু আজ আমি বেরোব, তুমি যেন কোথাও যেও না। আজ তুমি ঘরেই থেক। আমার ফিরতে আজ দেরী হবে।'

লালবাহাদুর সব শুনে বলল,'ঠিক আছে বন্ধু তুমি কোন চিন্তা করো না, আমি কোথাও বেরব না।' তারপর বুদ্ধি মন্ত্র হা, ইঁদুরের রূপ ধরে রাজকন্যার ঘরে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকল। সেদিন রাত্রে রোজকার মতোন সেদিনও ঠিক রাত বারোটার সময় স্বর্গের ঘোড়া চালক তার ঘরে এসে হাজির হল। বুদ্ধি মন্ত্র হা তাদের কথা শুনতে পেল। স্বর্গের ঘোড়া চালক সেই রাজকন্যাকে স্বর্গের এক নৃত্য অনুষ্ঠানের কথা বলতে লাগল। সেই শুনে রাজকন্যা তো

গেল। তার বৌ তো দেখেই তাকে ঘর থেকে যেতে বলল। কিন্তু সে কিছুতেই যেতে রাজি হল না। রাজকন্যা অনেক ভয় দেখাল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেযমেশ রাজকন্যা তার সৈন্যদের হুকুম দিল লালবাহুদুরকে মেরে ফেলতে। সৈন্যরা রাজকন্যার হুকুম মতো তাকে মেরে ফেলল।

পরের দিন সকালে বুদ্ধি মন্ত্র হা অপেক্ষা করতে থাকল তার বন্ধুর জন্য। তার বন্ধু আর ফেরে না, সে চিন্তা ক রতে থাকল। সকাল গড়িয়ে দুপুর হল; কিন্তু তার বন্ধু আর ফিরল না। তারপর বুদ্ধিমন্ত্র হা ইঁদুরের রূপ ধরে লাল বাহাদুরকে খুজতে বেরোল। সে অনেক্ষণ খোজাখুজি করতে থাকল, কিন্তু কোথাও খুজে পেল না। তারপর সে খুঁজতে খুঁজতে রাজবাড়ির জঙ্গলে এসে পৌঁছাল। সেখানে সে তার বন্ধু লাল বাহাদুর কে মৃত অবস্থায় পেল, তাই দেখে সে তার উপর অমৃত জল ছিটিয়ে দিল। অমৃত জল ছিটিয়ে দিতেই তার বন্ধু বেঁচে উঠল। তখন তারা দুই বন্ধু সেখান থেকে ঘরে ফিরে গেল সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তারা রাজবাড়ির উঠানে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। লালাবাহাদুরকে দেখেই রাজকন্যা অবাক হয়ে গেল। সে তখন লালবাহাদুরকে ভাত খেতে ডেকে পাঠাল। বুদ্ধি মন্ত্র হার বুদ্ধিতে সে তখন ভাত খেতে গেল, এবং ভাত খেয়ে সে ফিরে এল।

সেদিন রাত্রে বুদ্ধি মন্ত্র হা আবার ইঁদুরের রূপ ধরে আবার রাজকন্যার ঘরে গেল। সে চুপ করে বসে থাকল। রাজকন্যা রোজের মতো সেদিনও রান্না করে ঘরে নিয়ে আসল। যেই না রাজকন্যা ঘর থেকে বেরোল, ওমনি ইঁদুর রূপী বুদ্ধি মন্ত্র হা সব রান্না করা খাবার সে তার বন্ধু লালবাহাদুরের কাছে নিয়ে আসল। তারপর তারা দুজনে মিলে সে খাবার খেয়ে নিলো। ওইদিকে রাত বারোটার সময় রাজকন্যার ঘরে সেই স্বর্গের ঘোড়া চালক এল। রাজকন্যা তাকে খেতে দিতে গিয়ে দেখল যে কোন খাবার নেই। তারা দুজনেই অনেক খোঁজাখুঁজি করল কিন্তু কিছুই পেল না। সেদিন রাতে তারা না খেয়েই থাকল। পরের দিন সকালে সে আবার তার বন্ধুকে বলল,' বন্ধু, আজ যেভাবেই হোক তুমি রাজকন্যার ঘরে রাত্রি বাস করবে এবং এক বিছানায় ঘুমাবে।'

বন্ধু বলল,'ঠিক আছে, কিন্তু যদি আমার বউ না ঘুমাতে দেয়, ভয় দেখায়?'

তখন বুদ্ধি মন্ত্র হা বলল,'তোমাকে ভয় দেখালেও তুমি ভয় পেয় না, আমি তোমায় বাঁচিয়ে দেব।'

সেদিন রাত্রে লাল বাহাদুর, বন্ধুর কথামতো তার বৌ-এর ঘরে ঘুমাতে গেল। তার বৌ তো দেখেই তাকে ঘর থেকে চলে যেতে বললো। কিন্তু সে কিছুতেই যেতে রাজি হল না। রাজকন্যা অনেক বয় দেখাল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষমেশ রাজকন্যা তার সৈন্যদের হুকুম দিল লালবাহুদুরকে মেরে ফেলতে। সৈন্যরা রাজকন্যার হুকুম মতোন তাকে মেরে ফেলল। পরের দিন সকাল থেকে বুদ্ধি মন্ত্র হা অপেক্ষা করতে থাকল তার বন্ধুর জন্য। তার বন্ধু আর ফেরে না, সে চিন্তা করতে থাকল। সকাল গড়িয়ে দুপুর হল, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। কিন্তু তার বন্ধু আর ফিরল না। তারপর বুদ্ধি মন্ত্র হা ইঁদুরের রূপ ধরে লাল বাহাদুরকে খুঁজতে বেড়োল। সে অনেকক্ষণ খোঁজাখোঁজি করতে থাকল, কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না। তারপর সে খুঁজতে খুঁজতে রাজবাড়ির জঙ্গলে এসে পৌঁছাল। সেখানে সে তার বন্ধু লাল বাহাদুরকে মৃত অবস্থায় পেল, তাই দেখে সে তার উপর অমৃত জল ছিটিয়ে দিল। অমৃত জল ছিটিয়ে দিতেই তার বন্ধু বেঁচে উঠল। তখন তারা দুজনেই ঘরে ফিরে আসল।

পরেরদিন সকালে বুদ্ধি মন্ত্র হা তার বন্ধুকে বলল, 'বন্ধু আজ আমি বেরোব, তুমি যেন কোথাও যেও না। আজ তুমি ঘরেই থেক। আমার ফিরতে আজ দেরী হবে।'

লালবাহাদুর সব শুনে বলল,'ঠিক আছে বন্ধু তুমি কোন চিন্তা করো না, আমি কোথাও বেরব না।' তারপর বুদ্ধি মন্ত্র হা, ইঁদুরের রূপ ধরে রাজকন্যার ঘরে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকল। সেদিন রাত্রে রোজকার মতোন সেদিনও ঠিক রাত বারোটার সময় স্বর্গের ঘোড়া চালক তার ঘরে এসে হাজির হল। বুদ্ধি মন্ত্র হা তাদের কথা শুনতে পেল। স্বর্গের ঘোড়া চালক সেই রাজকন্যাকে স্বর্গের এক নৃত্য অনুষ্ঠানের কথা বলতে লাগল। সেই শুনে রাজকন্যা তো

ভারী খুশী হল। সেও স্বর্গে যেতে চাইল। তখন স্বর্গের ঘোড়া চালক তাকে বলল, 'ঠিক আছে আমি তোমায় কাল সকালে আমার সাথে নিয়ে যাব।'

পরের দিন ভোরবেলায় স্বর্গের ঘোড়া চালক রাজকন্যাকে নিয়ে তার রথে করে স্বর্গের দিকে রওনা দিল। বুদ্ধি মন্ত্র হা, ইঁদুরের রূপে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের সাথে রথে উঠে বসল। তারা স্বর্গে পৌঁছতে পৌঁছতে সেই নাচের সভা শুরু হয়ে গেছিল। তখন ইন্দ্রের সভায় নাচ চলছিল। বুদ্ধি মন্ত্র হা স্বর্গে পৌঁছে মানুষ রূপ ধারণ করল। সে তখন স্বর্গের ঢোলকের কাছে গিয়ে বসল। সেও ইন্দ্র কন্যার নাচ দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে তার সাথে কথা বলতে লাগল আর ঢোলক অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সে কিছুতেই আর বাজাতে পারল না। তখন ঢোলক বুদ্ধি মন্ত্র হাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ঢোল বাজাতে পার?'

বুদ্ধি মন্ত্র হা বলল, 'হ্যাঁ, আমি অল্প অল্প বাজাতে পারি।'

এই শুনে স্বর্গের ঢোলক তাকে ঢোল বাজাতে দিল। তখন বুদ্ধি মন্ত্র হা ঢোল বাজাতে লাগল। তার সেই মিষ্টি ঢোলের সুর শুনে, ইন্দ্রের কন্যা নাচতে নাচতে ভাবতে লাগল, এটা তো পুরান ঢোলকের সুর। সে মনে মনে খুব খুশী হল। তারপর নাচ শেষ হওয়ার পর সব নর্তকিরা ঢোলকের কাছে তাদের সোনা রূপার গয়না রেখে দিল। সেখানে এরকমটাই হয়, নাচের গয়না

সব ঢোলকের কাছেই থাকে।

সেইসব সোনা রূপার গয়না বুদ্ধি মন্ত্র হা তার সাথে নিয়ে ইঁদুর রূপে রথে উঠে পড়লো। সেও রথে করে রাজকন্যার মতোন সেই রাজ্যে পৌঁছে গেল।

সে পৌঁছে তার ঘরে ফিরে, লালবাহাদুরকে সব গয়না রাখতে দিল। তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। একদিন আবার স্বর্গে নাচের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হল। সেই নৃত্যানুষ্ঠানের আগেই ইন্দ্রের কন্যা স্বর্গের ঢোলকের কাছে তার গয়না আনতে গেল। কিন্তু সেই ঢোলক বললো, 'সে গয়না তো আমার কাছে নেই।' তাই শুনে ইন্দ্রের কন্যা তাকে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি সেইদিন অন্য কাউকে ঢোল বাজাতে দিয়ে চলে গেছিলে?' তার উত্তর সে বলল,'হ্যাঁ, আমি একজনকে বাজাতে বলেছিলাম।'

তখন ইন্দ্রের কন্যা বুঝতে পারল যে বুদ্ধি মন্ত্র হা সেদিন সেখানে ঢোল বাজিয়ে ছিল আর তার কাছেই সব গয়না আছে।

তারপর খুমাইয়্যাপুরি তার খোজে পৃথিবীতে নেমে আসল। সে বুদ্ধি মন্ত্র হাকে খুঁজে বার করল। তাদের দেখা হল। বুদ্ধি মন্ত্র হা তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল,'তুমি এখানে?'

খুমাইয়্যাপুরি উত্তরে বলল,'তুমি আমার গয়না এনেছ?' বুদ্ধি মন্ত্র হা চালাক কিরে বলল,' তোমার অভিশাপে আমি পৃথিবীতে বাস করছি। আমি কি করে স্বর্গে যাব?' তারা এই নিয়ে অনেক্ষণ ঝগড়া করল। তারপর অনেকক্ষণ ঝগড়ার পর বুদ্ধি মন্ত্র হা বলল,'ঠিক আছে এত যখন তোমার দরকার গয়নাগুলো, তাহলে আমি বলতে পারি কোথায় আছে, সেই গয়না। 'তবে আমার একটা শর্ত আছে।'

তখন সে জিজ্ঞাসা করল,'কি সেই শর্ত?'

বুদ্ধি মন্ত্র হা বলল, 'যদি তুমি করো আমার বন্ধুকে বিয়ে, তবে বলি কোথায় সে গয়নার থলি।'

তখন ইন্দ্রের কন্যা, খুমাইয়্যাপুরি রাজি হয়ে গেল এবং সে কথা দিল যে এই নাচের পর সে পৃথিবীতে ফিরে আসবে। সে বলল, 'এখন আমার গয়না না পেলে আমি যে নাচতে পারব না। আর না নাচলে আমার বাবা আমায় অভিশাপ দেবে।' বুদ্ধি মন্ত্র হা তখন বলল, 'আমি যে তোমায় যেতে দেব, তুমি যদি আর না আসো? তখন কি উপায় হবে? তোমায় আমি পাব কি করে?'

সেই শুনে খুমাইয়্যাপুরি তাকে একটি জিনিস দিল,'সে সেটি দিয়ে বললো, যখন তোমার মনে হবে তুমি এটা দিয়ে আমাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসতে পারবে।'

তখন বুদ্ধি মন্ত্র হা খুমাইয়্যাপুরিকে বিশ্বাস করে তাকে তার গয়না ফিরিয়ে দিল। তারপর সে সেই গয়না নিয়ে স্বর্গে ফিরে গেল।

বুদ্ধি মন্ত্র হা সেই জিনিসটি পেয়ে পরীক্ষা করে দেখার জন্য খুমাইয়্যাপুরিকে আবার পৃথিবীতে নিয়ে আসল।

খুমাইয়্যাপুরি তখন বুদ্ধি মন্ত্র হাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন তুমি আমাকে ডেকে আনলে?'

সে উত্তরে বলল, 'আমি দেখছিলাম তুমি সত্যি সত্যি ফিরে আস কিনা।'

তারপর খুমাইয়্যাপুরি তাকে এরকম করতে না করল এবং সে চলে গেল। কিন্তু বুদ্ধি মন্ত্র হা মজা করে বার বার এরকম করতে লাগল। একদিন বুদ্ধি মন্ত্র হা মজা করে আবার তাকে নিয়ে আসল পৃথিবীতে। তখন খুমাইয়্যাপুরি বুদ্ধি মন্ত্র হা কে বলল, 'তুমি যে এমন করছো, আমার বাবা যদি জানতে পারে তাহলে সে অভিশাপ দেবে।' তখন থেকে বুদ্ধি মন্ত্র হা আর এমন মজা করল না।

এইভাবে কিছুদিন পর সেই নাচের সভা বসলো। খুমাইয়্যাপুরি সভায়

কলসীর উপর নাচতে লাগল। নাচতে নাচতে সেই কলসী ভেঙ্গে গেল। তখন সেই সভার সবাই ইন্দ্রকে বলতে লাগল যে তার কন্যার সত্বীত্ব ভেঙ্গে গেছে। তখন ইন্দ্র ভাবলো ঠিকই এবার মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে, তাকে বিয়ে দিতে হবে।

এইভেবে ইন্দ্র একদিন তার মেয়ের কাছে এসে বসলো। সে খুমাইয়াপুরির সামনে একটি ফুলের সাজি, তুলা আর ধান রাখল। ইন্দ্র তার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, এই তিনটি জিনসের মধ্যে কোনটা তোমার পছন্দ?' 'তুমি এর কোনটা চাও?' খুমইয়াপুরি ফুলের সাজি নিল। তখন ইন্দ্র বুঝতে পারল এবার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে। তখন ইন্দ্র আবার তার মেয়েকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কাকে বিয়ে করতে চাও?

তখন খুমাইয়াপুরি বলল,'আমি পৃথিবীতে থাকে এক রাজার ছেলেকে বিয়ে করতে চাই।'

তাই শুনে তার বাবা বলল, 'ঠিক আছে তাহলে তুমি তার নাম বলো?

খুমাইয়াপুরি তার নাম বলল। তারপর ইন্দ্র, বুদ্ধি মন্ত্র হা ও তার বন্ধু লাল বাহাদুর বাসাইকে ডেকে পাঠাল। সেখানে ইন্দ্র, তার মেয়ের সাথে লাল বাহাদুরের বিয়ে দিল। বিয়ের পর লাল বাহাদুর তার বৌ খুমাইয়াপুরিকে নিয়ে আবার ফিরে আসল। লাল বাহাদুরের আগের বৌ সেটা দেখতে পেল, সে তখন লাল বাহাদুরকে বলতে লাগল, 'তুমি আমায় ছেড় না। আমি তোমার চাকর হয়ে থাকব।'

তখন লাল বাহাদুর বলল, 'তুমি আমায় মেরে ফেলেছিলে, তুমি চরিত্রহীন। তোমায় আমি আর রাখব না।' কিন্তু লাল বাহাদুরের আগের বৌ কিছুতেই মানল না, খালি কাঁদতে লাগল। তখন লালবাহাদুর কিছুই শুনল না সে বলতে লাগল,'তুমি আমায় মেরে ফেলেছিলে, তুমি চরিত্রহীন। তোমায় আর রাখবো না।' এই সব কথা খুমাইয়াপুরি শুনতে পেল, সে সব শুনে স্বর্গে গিয়ে ঘোড়া চালক কে কেঁটে ফেলল। তারপর থেকে তারা দু'জনে সুখে

শান্তিতে থাকতে লাগল। আর খুমাইয়্যাপুরি বুদ্ধি মন্ত্র হার অভিশাপ কাটিয়ে দিল। সে তখন আবার স্বর্গে চলে গেল। আর সেই চরিত্রহীন রাজকন্যার কষ্টে জীবন কাটতে লাগল। তার আর কিছুই থাকল না।

খুমপুই

অনেক দিন আগে একসময় তউথুকিওংমা ও তার স্বামী তাদের দুই মেয়ে নিয়ে সুখে শান্তিতে বাস করত। একদিন হঠাৎ তউথুকিওংমা মারা গেল। তখন তার স্বামী ও তার দুই মেয়ে একা হয়ে গেল। তারা তিনজন একসাথে বাস করতে লাগল। এইভাবে তাদের দিন কাটতে লাগল। একদিন তাদের বাবা দুই মেয়েকে এক দূর গ্রামে চলে গেল কাজের জন্য। তখন দুই বোন একা একা থাকতে লাগল। তারা জুম করে জীবন যাপন করতে লাগল। তারা রোজ সকালে রান্না করে খেয়ে জুমের জন্য বেরিয়ে যেত আর বিকালবেলায় ফিরে আসত। এই ভাবেই তাদের দিন কাটছিল।

তাদের জুমে টংঘরটি এক বিশাল ঝড়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাই ঝড়, বৃষ্টি, রোদে তাদের মাথা ঢাকার কোনও জায়গা ছিল না। বিশ্রাম করারও কোনও জায়গা ছিল না। তাই তারা দুই বোন জুম করতে করতে ভাঙ্গা টংঘর নিয়ে কথা বলতে লাগল। বড় বোন বলল, 'আমাদেরও যদি টংঘর থাকত, তাহলে আমরাও সবার মতোন টংঘরে বিশ্রাম নিতে পারতাম।' ছোট বোন বলল, 'ঠিক বলেছিস দিদি, 'আমাদের যদি টংঘর থাকত তাহলে ঝড়, বৃষ্টি থেকে বাঁচতে পারতাম।'

বড় বোন বলল,'হ্যাঁ, আমাদের এই সময় যদি কেউ টংঘর বানিয়ে দিত। আমি তাকেই বিয়ে করতাম।'

ছোট বোন বলল, 'দিদি, কিন্তু যদি সেটা মানুষ না হয়। যদি সেটা সিন্দ্রাই হয় বা সাপ হয়, তাহলে কি হবে।' তখন বড় বোন বলল, 'না আমাদের এই দুঃখের সময় যে সাহায্য করবে আমি তাকেই বিয়ে করব। সে সাপই হোক বা সিন্দ্রাই হোক বা মানুষই হোক।' দুই বোনের এই কথা লুকিয়ে লুকিয়ে একটি মস্ত বড় সাপ শুনতে পেল। সেই সাপটি শুনতে পেয়ে তক্ষুনি তাদের সামনে এসে হাজির হল। সেই সাপটি বলল,' যদি আমার মধ্যে এমন কোন গুণ থেকে থাকে যার জন্য মানুষ আমায় পরে মনে রাখবে তাহলে এই ছোট বাঁশের টুকর যেন টংঘর হয়ে যায়।'

তার এই কথা শেষ হতে না হতেই একটি টংঘর হয়ে গেল।

তখন দুই বোনের সব অসুবিধা দূর হল। তাদের বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা হল। বড় বোন তার শর্ত অনুসারে সেই বড় সাপটিকে বিয়ে করল। তারপর থেকে তাদের জুমে আর কোন অসুবিধা থাকল না। দুই বোন সকালে উঠে রোজ রান্না করে খেয়ে, জুমে দুপুর বেলায় খাওয়ার জন্য খাবার নিয়ে যেত।

বড় বোন বিয়ের পরেরদিন জুমে যাওয়ার সময় মাইচু চুস্নিং তৈলাউ থাইস্নিং তৈরী করে নিয়ে গেল। সেদিন যখন দুপুর হল, দুই বোন টংঘরে বিশ্রাম নিতে গেল। বড় বোন তখন তার ছোট বোনকে বলল, 'যাও তুমি তোমার জামাইবাবুকে গিয়ে ডাক।

ছোট বোন বলল, 'আমি কিভাবে জামাইবাবুকে ডাকব?'

বড় বোন বলল,'তুমি ডাকতে পার না।'

তখন বড় বোন তার ছোট বোনকে শেখাল আর বলল, 'আমি যা বলে দিচ্ছি তুমি তাই বলে সাতবার ডাকবে। এই বলে সে বলল,

"মাইচু চুস্নিং চুপাই হা,
তৈলাউ থাই স্নিং তৈখাও-পাইহা
কুম মাইচানি ফাইদি।"

অর্থাৎ 'সাতটি ভাত, সাতটি জল তৈরী হয়েছে জামাইবাবু খেতে আস।'

তখন ছোট বোন টংঘর থেকে বেরিয়ে ডাকতে লাগল,

"মাইচু চুস্নিং চুপাই হা,
তৈলাউ থাই স্নিং তৈখাও-পাইহা
কুমই মাইচানি ফাইদি।"

এই ভাবে সাতবার ডাকল।

সাতবার ডাকার পর সাপটি এল। সে খাওয়ার পর যা থাকল, দুই বোন মিলেমিশে তাই খেল।

এইভাবে তাদের দিন কাটতে লাগল। সে অনেকদিন না অল্পদিন তা কেউ জানে না। একদিন হঠাৎ তাদের বাবা বাড়ি ফিরে আসল। তাদের বাবা দুই বোনকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এত রোগা হয়ে গেছিস কি করে তোরা?'

তখন ছোট বোন বলল, 'না আমরা অসুস্থ তাই।'

তখন বড় বোন বলল,'মিথ্যা কথা বল না, যা সত্যি তাই বল।' এই বলে বড় বোন চলে গেল।

তখন ছোট বোন বলল,'আমাদের একটি সাপ টংঘর বানিয়ে দিয়েছে। দিদি শর্ত দিয়েছিল, যে টংঘর বানিয়ে দেবে তাকে বিয়ে করবে। তাই কথামত দিদি সাপটিকে বিয়ে করেছে। আর তারপর থেকে তাকে সাতটি ভাত, জল দেওয়া হয়। জামাইবাবু খেলে যা থাকে আমরা তাই খাই।'

তাদের বাবা তো সেই শুনে বিশ্বাস করতে পারল না। তাদের বাবা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি সত্যি কথা বলছ?'

ছোট মেয়ে বলল,'হ্যাঁ', তাদের বাবা ছোট মেয়েকে অবার জিজ্ঞাসা করল, 'যদি এখন ডাক তাহলে সাপটা আসবে?'

ছোট মেয়ে বলল,'হ্যাঁ, নিশ্চই আসবে।'

তারপর তার বাবার মনেমনে ভীষণ রাগ হল। সে ভাবতে লাগল কি করে ওই সাপটিকে মারা যাবে, তার জন্যই তার মেয়েরা না খেয়ে রোগা হয়ে গেছে। এই ভেবে সে বুদ্ধি করল, কি করে তাকে মারা যায়। সেই মতো সে দা-তে ধার দিতে লাগল। সেই সময় তার বড় মেয়ে কাস্‌কাউ রাজার বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেল। সেই কাস্‌কাউ রাজা তার বাড়িতে মাইখুলুম্ম পূজা দিয়েছিল। তাদের বাবা যখন দেখল যে তার বড় মেয়ে বাড়িতে নেই, সে তার ছোট মেয়েকে বলল, 'চলো আজ আমরা জুমে যাই। আজ ওই সাপটিকে মেরে আমি মাংস খাব।'

ছোট মেয়ে শুনে বললো,'না, আমি যাব না। দিদি জানতে পারলে ভীষণ রাগ করবে।' কিন্তু তার বাবা ছোট মেয়ের কথা শুনল না, সে জোর করে তার মেয়েকে নিয়ে গেল জুমে। এরপর জুমে গিয়ে তার বাবা ছোট মেয়েকে সেই সাপটিকে ডাকতে বলল।

"মাইচু চুস্নিং চুপাই হা,
তৈলাউ থাই স্নিং তৈখাও-পাইহা
কুমুই মাইচানি ফাইদি।"

এইভাবে সাতবার ডাকল।

তখন তাদের বাবা তৈরী হয়ে দরজার কোণায় লুকিয়ে থাকল।

সাতবার ডাকার পর সাপটি যেই না খাওয়ার জন্য আসল তক্ষুণি সে সাপটিকে এক কোপে কেটে ফেলল।

তাদের বাবা ওই সাপটির মাথা খুম্পুই বাগানে মাটির নীচে পুঁতে দিল।

ওইদিকে যেই না সাপটির মাথা কাঁটা গেল ওমনি বড় বোনের হাড় ছিঁড়ে গেল। তখন বড় বোন মনে মনে ভাবতে লাগল, 'নিশ্চই কোন বিপদ ঘটেছে।'

সে তখন কাস্‌কাউ রাজার বাড়ির লোককে বলল,'আমি আর কাজে সাহায্য করতে পারব না, আমায় বাড়ি যেতে হবে।'

এই বলে সে তাড়াতাড়ি করে বাড়ির দিকে রওনা দিল। সে বাড়ি এসে বোনকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার জামাইবাবুকে ভাত দিয়েছ খেতে?

ছোট বোন বলল, 'হ্যাঁ দিয়েছি।'

তখন বড় বোন আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কি দিয়ে ভাত খেতে দিয়েছিস?'

ছোট বোন বলল,'কচ্ছপের মাংস দিয়ে দিদি।'

তবু বড় বোনের বিশ্বাস হলো না। তাই সে আবার রান্না করে সাতটি ভাত, সাতটি জল নিয়ে জুমের দিকে রওনা দিল। সেখানে গিয়ে সে ডাকতে লাগল,

"মাইচু চুস্নিং চুপাই হা,

তৈলাউ থাই স্নিং তৈখাও-পাইহা

ডোঙ্গই মাইচানি ফাই"

এইভাবে সাতবার ডাকার পরেও আসল না। তখন বড় বোন বাড়ি ফিরে আসল। সে ফিরে এসে তার ছোট বোনকে বলল, ' আমি আমার স্বামীকে

সাতবার ডাকলাম কিন্তু সে তবুও আসল না। এমন তো কোনদিন হয় না।'

এই কথা শুনতেই ছোট বোন অজ্ঞান হয়ে গেল। তখন বড় বোন মনে মনে ভাবতে লাগল, 'আমার কথা শুনে কেন বোন অজ্ঞান হয়ে গেল?'

ঠিক সেই সময় একটা কুকুর বড় বোনের পাছড়া ধরে টানতে লাগল। এইভাবে দু-তিন বার করার পর, বড় বোন ওই কুকুরের সাথে গেল। সে সেখানে গিয়ে মাটি থেকে ডঙ্গৈাই-এর মাথা পেল।

সে সেই দেখে হায় হায় করে কাঁদতে লাগল। বড় বোন কাঁদতে কাঁদতে তার ছোট বোনকে বলল, 'তুমি বাবার সাথে থাকো। আমি আমার স্বামীর সাথে থাকব।'

এই বলে সে সেখানে সাপের মাথা কাঁটার রক্তের উপর পা দিয়ে গান করতে লাগল,

"খুম্পুই বারো রো
তৈয়ং তররো রো
নুংবো আপা বাই তং জাদি।"

অর্থাৎ,

" খুম্পুই যত ফুটবে
জল যত বড় হবে
তুমি ও বাবার সাথে থাক।"

এই ভাবে সে যতবার গান করে তত ডঙ্গৈাই-এর রক্ত উঠতে থাকল। প্রথমবার গান করার সময় হাটু পর্যন্ত উঠল। আবার দ্বিতীয়বার গান করল,

"খুম্পুই বারো রো

তৈয়ং তররো রো

নুংবো হাম জাদি বাবা বাই

আংবো হামজ্যা-এ ডঙ্গৈাই বাই।"

কোমড় পর্যন্ত রক্ত উঠে আসলো।

সে আবার গান করলো,

"খুম্পুই বারো রো

তৈয়ং তররো রো

নুংবো হাম জাদি বাবা বাই

আংবো হামজ্যা-এ ডাঙ্গৈাই বাই।"

তখন সে পুরো জলের নীচে চলে গেল।

তার ছোট বোন তখন কাঁদতে লাগল। সে বলতে থাকল, 'দিদি আমি কি করে তোমায় ছাড়া থাকব, তুমি আমায় নিয়ে চল। সে হায় হায় করতে লাগল। সে তুইয়ারি-তে উল্টে পাল্টে কাঁদতে লাগল। সে কিছুতেই সেখান থেকে উঠল না। সকাল গড়িয়ে দুপুর হল, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হল কিন্তু সে কাঁদতেই থাকল।

ঠিক সেই সময় এক রাজা সেই পথ দিয়ে হরিণ ধরতে যাচ্ছিল, সে তাকে দেখতে পেল। তাকে দেখে রাজার পছন্দ হয়ে গেল। তখন রাজা তাকে জিজ্ঞেসা করল, 'তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কি হয়েছে?'

তখন ছোট বোন তাকে সব কথা বলল। রাজা তার সব কথা শুনে

তকে তার সাথে রাজ্যে নিয়ে গেল। রাজা সেই ছোট বোনকে বিয়ে করল। সেই রাজার ছয় বৌ ছিল। কিন্তু ছয় বৌ-এর কোন সন্তান ছিল না। তাই রাজার মনে ভারী কষ্ট ছিল। কিন্তু রাজার কষ্ট জুড়াল। একদিন ছোট বৌ সন্তান সম্ভবা হল।

তাই রাজা ছোট বৌকে বেশী ভালোবাসতে লাগল। সে রাজার চোখের মণি হয়ে উঠল। রাজা খুশীতে সোনার দোলনা কিনে দিল।

এই দেখে রাজার ছয় বৌ জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল। তারা সারাদিন ভাবতে লাগল কি করে ছোট বৌকে জব্দ করবে। একদিন রাজা বলল, 'ছোট বৌ তুমি বাড়ি থাক আমি স্বর্ণকারের কাছে যাই। যদি আমার মেয়ে হয় তবে দেব ওয়ারেই, ওয়াখেম, আর যদি আমার ছেলে হয় তাহলে দেব হাতের বাতা। তাই আমি এগুলো বানাতে যাই। কিন্তু ছোট বৌ বলল,' না এখন তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। আমার তো সন্তান প্রসবের সময় হয়ে এল।' তখন রাজা বলল, 'তুমি কোন চিন্তা কর না, যদি তোমার অসুবিধা হয় তা হলে আমায় ডাকলেই পাবে।' এই বলে সে তার বৌ-এর কানি আঙ্গুলের একটা সুতা বেঁধে বলল, 'তোমার কোন অসুবিধা হলে তুমি এই সুতো ধরে টান দেবে। তুমি টানলেই আমি বুঝতে পারব যে তুমি বিপদে পড়েছ।

এই বলে রাজা বেড়িয়ে গেল। এই সব কথা রাজার বড় বৌ দরজার আড়াল থেকে কান পেতে সব শুনল। রাজা যাওয়ার পর বড় বৌ ছোট বৌ-এর অজান্তে সেই সুতো টেনে দিল। সুতো টানার পর রাজা ভাবলো ছোট বৌ-এর নিশ্চই কোন বিপদ হয়েছে। এই ভেবে রাজা তাড়াতাড়ি করে ফিরে আসল।

রাজা এসে ছোট বৌ-এর ঘরে গিয়ে দেখল, ছোট রাণী একদম ঠিক আছে। তখন সে রেগে গিয়ে ছোট বৌকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি সুতো টেনেছ?'

ছোট বৌ বলল, 'না'।

রাজা তখন আরো রেগে গেল সে বলল, 'তুমি না টানলে সুতো কে টানল?'

এ নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া হল। তারপর রাজা আবার স্বর্ণকারের কাছে

গেল। এরপর বেশ কিছুদিন পর ছোট রাণীর সত্যি সত্যি প্রসবের সময় হল। সে তখন তার কানি আঙ্গুলের সুতো টানল। কিন্তু রাজা ভাবল এবারও বুঝি ভুল করে টেনেছে। সে ভেবে রাজা আর কাজ ফেলে আসল না।

ওই দিকে, রাজার ছয় বৌ সেই সুযোগেই ছিল। তারা তখন ছোট বৌ-এর কাছে এসে বলল, 'তুমি কোন চিন্তা কর না, আমরা থাকতে তোমার কিসের চিন্তা।'

বড় বৌ বলল, রাজা না থাকলেই বা কি হয়েছে? আমরা তো আছি।'

মেজো বৌ বলল,'আমাদের নিয়মে নদীর ধারে সাত কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে প্রসব হয়।'

ছোট বৌ কিছুই তাদের মতলব বুঝল না, সে তাদের বলল,'ঠিক আছে তাই হবে।'

তখন রাজার ছয় বৌ, ছোট বৌকে নদীর ঘাটে নিয়ে গেল। সেখানে তার চোখ সাত কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল।

সেখানে ছোট বৌ-এর ছ'টি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হল।

কিন্তু রাজার ছয় বৌ মিলে, একটি সন্তান প্রসব হতেই কেটে জলে ভাসিয়ে দিল। এইভাবে সাতটি সন্তানকেই কেটে জলে ভাসিয়ে দিল।

জলে বাস করত বড় বোন, সে তখন তার ছোট বোনের সন্তানদের বাঁচিয়ে নিল ও তাদের মানুষ করতে লাগল।

ছোট বৌ এসবের কিছুই জানতে পারল না। রাজা ফিরে আসার পর, ছয় বৌ রাজাকে নালিশ করে বলল, 'রাজা বিহি খা-স-বামলে ওয়া কচ বকচ সে ক্রাউ ক্রাউ'

অর্থাৎ, 'রাজার ছোট বৌ প্রসব করল গাছের টুকরো, আর বাঁশের টুকরো।

তারা বার বার বলতে লাগল, ' রাজা বিহি খা-স খা-বা মলে ওয়া কচ বকচ

সে ক্রাউ ক্রাউ।”

এই বলে দোলনায় গাছের টুকরো, আর বাঁশের টুকরো দোল দিতে লাগল। রাজা এই কথা শুনে লজ্জায় মুখ লুকাতে পারল না। তাই সে রাগে দুঃখে ছোট বৌ-এর চুল কেটে তথকিওমা সাজিয়ে তার বাড়ি থেকে বার করে দিল।

তখন সে দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ওই দিকে ছোট বোনের সাত সন্তান জলের তলায় বড় বোন মানুষ করতে লাগল। তারা আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল। এইভাবে দিন যায় মাস যায়। একদিন শিশুরা হামাগুড়ি দিতে শিখল। তারা তখন জল থেকে উঠে ঘাটে আসল। তারা তারপর থেকে মাঝে মাঝেই নদীর ঘাটে উঠে আসত।

একদিন রাজা সেই ঘাটে স্নান করতে এসে সাত ভাই বোনকে দেখতে পেল। রাজার সেই ফুটফুটে সুন্দর শিশুদের দেখে মনে এক অদ্ভূত অনুভূতি হল, তার মায়া হল। সে মনে মনে ভাবল এরাই আমার সন্তান হবে।

সে তার বাড়িতে ফিরে গিয়ে আদেশ দিল সেই নদীর জল সিচে ফেলে দিতে। সে ভাবল তাহলে বুঝি তাদের পাবে।

রাজার আদেশ মত, সব জল সিচে ফেলা হল। কিন্তু সেখানে তাদের পাওয়া গেল না। তাপর রাজার মনে ভারী দুঃখ হল। সে খালি সেই শিশুদের কথা ভাবত। এইভাবে দিন যায়, মাস যায়, রাজা আস্তে আস্তে সেই শিশুদের কথা ভুলে গেল।

সে রোজকার মতোন ঘাটে স্নান করতে গেল, সেখানে সে সেই শিশুদেরকে নদীর পারে খেলতে দেখল। রাজা তাদেরকে কিছু না বলে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদেরকে দেখতে লাগল। কিন্তু সাত ভাই বোন রাজাকে দেখতে পেয়ে সাথে সাথে জলের তলায় চলে গেল। সে তার বাড়িতে ফিরে গিয়ে আদেশ দিল সেই নদীর জল সিচে ফেলে দিতে। সে ভাবল তাহলে বুঝি তাদের পাবে।

রাজার আদেশ মতো, সেই জল সিচে ফেলা হল কিন্তু সেখানে তাদের পাওয়া গেল না।

রাজার মনে ভারী দুঃখ হল। সে খালি সেই শিশুদের কথা ভাবতে লাগল। এইভাবে দিন যায়, মাস যায়, সময় যায়। সে অনেকদিন না অল্পদিন তা কেউ জানে না।

রাজা আস্তে আস্তে সেই শিশুদের কথা ভুলে গেল।

অন্যদিকে শিশুরা বড় হতে লাগল। একদিন সাত ভাই বোন ডাঙায় এক বট গাছের তলায় চোফল খেলছিল। আর ছোট বোন গাছের উপর উঠে চড়কা কাটছিল। ছোটবোনের চরকার আওয়াজ হতে লাগল, 'য়িং ই ইও আতা হোগরানি পাগরি মতই,

আতা খছার খে বো কোতাই মতই'

এই আওয়াজ শুনে রাজা বিছানা থেকে শুনতে পেল, সে সাথে সাথে সৈন্যদের আদেশ দিল গিয়ে দেখার জন্য। সৈন্যরা আসতেই মেয়েটি বলতে লাগল,

"ফাই দেই ফাই লে ফাই জ্যা-অ

মা বা ফাই জ্যা-নি ফাই দেই

রাজা তাউ কাউয়ারাউ সে ফাই অ

ফাই দেই দেই ফাইলে ফাই জা-অ রাজা কুওয়া

য়ারী যে পাই-অ"

তারা তখন রাজার কাছে ফিরে এসে রাজাকে সব কথা বলল,

রাজা তখন অন্য এক দল সৈন্য পাঠাল। তারা গেল মেয়েটি আবার শোনাল'

"বুয়ে বুঃ দম সেনখনাও

চাইং বু থিমারি সে নুও

রাই বাই খাকহে, রাই বেরা সে নুঃ নাই।"

তারা ছুটে রাজার কাছে গেল। তারা রাজাকে বলল, 'চলুন রাজা মশাই আপনি চলুন গিয়ে নিজে কানে শুনবেন। রাজা তখন হাতির পিঠে চড়ে গেলেন। রাজা যেতেই, মেয়েটি বলল, "ফাই দেই ফাই লে ফাই জ্যা-অ।

মা বা ফাই নাংফান দেই বা,

রাজা সে ফাই জ্যা-অ।"

রাজা সেই শুনে তার রাজ্যের সমস্ত লোককে আসতে অদেশ দিলেন। সবাই জড়ো হওয়ার পর মেয়েটি আবার বলতে লাগল, 'ফাই দেই ফাই লে ফাই জ্যা-অ।

মা-লে ফাই জ্যানি ফাই দেই

ত্রি গ্রামবাসী সে ফাই অস।"

রাজা তখন চিন্তা করতে লাগল, তাহলে কে আসল না? সবাই তো আসল, ছেলে, মেয়ে, বাচ্চা বুড়ো, কানা, খোড়া, একমাত্র তথকিওমা এখানে নেই। তখন রাজা আদেশ দিল তথকিওমা কে নিয়ে আসার জন্য। তখন তাকে ও নিয়ে আসা হল। মেয়েটি আবার বলতে লাগল, "ফাই দেই পাই লে ফাই জ্যা-অ। আমং নো দাগা চোপা সে খে তৈবি য়াক নো।'

এই কথা শুনে রাজা বলল, 'কেউ কিছু করো না তথকিওমাকে।

তাই সুনে মেয়েটি অবার বলল, 'ফাই দেই ফাই লে ফাই জ্যা-নো

দাগা চোপা খেয়াক য়া।"

যেই তথকিওমা আসল, সে গাছ থেকে নেমে তার দুধ পান করল। আর বলতে লাগল, "ফাই ডেই দি ফাইলে ফাই জ্যা-আ

তাউ সে মালে সাউ ফাই নো।"

তখন রাজা বুঝতে পারল এরাই হল তার সন্তান।

তারপর থেকে তারা একসাথে আনন্দে থাকতে লাগল।

ISBN : 978-81-932589-0-3